সাহিত্য–সংস্কৃতির নানা অভিমুখ

সম্পাদনা : ড. বিপ্লব মণ্ডল

BENG/M-440(PN)/1

সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা অভিমুখ

সম্পাদক : ড. বিপ্লব মণ্ডল

পরিবেশক - সার্থক প্রকাশনা, পুস্তক বিপণি, সাহিত্যশ্রী

সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা অভিমুখ

Sahitya-Sanskritir Nana Obhimukh

by **Dr. Biplab Mondal**

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২৪

স্বত্ব : গ্রন্থকার

প্রকাশক : সুনন্দা সামন্ত
রাঢ় সংস্কৃতি পরিচক্র
বাঁকুড়া

প্রচ্ছদ : অনামিকা পাল

বর্ণ সংস্থাপন : সার্থক প্রকাশন
বেলঘরিয়া, কলকাতা - ৮৩
7890807030/9433671320

মুদ্রক : নিউ অনুপ'স ক্রিয়েশন
৪ রামনাথ বিশ্বাস লেন, কলকাতা - ৯

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে প্রতিলিপি করা বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া ও কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ISBN 978-93-34186-48-2

মূল্য : ২৮০ টাকা

সংস্কৃতি নিয়ে নিরন্তর পথ চলা মানুষদের

সূচিপত্র

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসাবে কারাগার — অরোজিৎ মণ্ডল ৯
সমাজ : সার্বিক আদান প্রদানের ক্ষেত্রস্বরূপ — রাতুল নন্দী ১৯
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা : ভাবাদর্শে ও ভাষাশৈলীর আলোকে — বিনোদ কুমার আঁকুড়ে ২৩
রাঢ়বঙ্গ-প্রকৃতি সমাজ সংস্কৃতি : প্রসঙ্গ তারাশংকর — স্বরূপ দত্ত ২৬
দেবী কণকদুর্গা মন্দির — ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত — শাঁওলী মিশ্র ৩৩
নবজাগরণের ধারায় রানি রাসমনির অবদান — স্বাগতা ভট্টাচার্য ৩৬
বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ : শৈলী বিচার — ড. চিরঞ্জীব মুখার্জী ৪১
বাংলা প্রবাদে পৌরাণিক উপাখ্যানের চরিত্র ও ঘটনা — শর্মিষ্ঠা দাস ৪৬
'অরণ্যের অধিকার' : একটি লৌকিক অভিযাত্রা — তনু বিশ্বাস ৫০
উয়ারী বটেশ্বর বাংলার আদি পরিচয়ের ধারক ও বাহক—এক ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান — ফাতেমা আক্তার মিতু ৫৮
সৈকত রক্ষিতের উপন্যাস : লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষিতে (নির্বাচিত) — অপূর্ব নন্দী ৬১
ষাট-সত্তরের বাংলা কবিতায় মিথের ব্যবহার — ড. প্রদীপকুমার পাত্র ৬৫
'দেবীগর্জন' নাটক : লোকসংস্কৃতির আলোকে — শিউলী মণ্ডল ৭৩
প্রস্তর যুগ থেকে ধাতব যুগের বাংলার বিবর্তিত প্রাচীন সংস্কৃতির ধারা — রণজিৎ দেবনাথ ৮৩
লোকসংস্কৃতি : নাটুয়া নাচের তত্ত্বতালাশ — ড. সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ৯০
ভারতীয় ঐতিহ্যই 'রাজসিংহ' উপন্যাসের ইতিকথা — ড. সুজিত কুমার বিশ্বাস ৯৩
আমার ইচ্ছা সাংবাদিক কাগজের রিপোর্টারের উর্ধ্বে ওঠা— সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : এক ভিন্ন শৈলীর গল্পকার — পায়েল হালদার ৯৭
জয় গোস্বামীর কবিতায় লোকজ উপাদানের বহুবর্ণিল রূপ — উপানন্দ ধবল ১০৩
বাংলা লোকসঙ্গীত — ড. কেয়া চক্রবর্তী ১১২
'গণদেবতা' উপন্যাসে বাংলাদেশের আঞ্চলিক ও লৌকিকঐতিহ্যের অনুসন্ধান — ড. দীনবন্ধু কুণ্ডু ১১৫
চন্দ্রাবতী রামায়ণ : প্রথম মহিলা কবির আত্মকথন — ড. বিকাশ পাল ১২৩
বর্ষামঙ্গল — সুখেন্দু হীরা ১৩৩
তারাশংকর চক্রবর্তীর কবিতায় লোকজ উপাদান — ড. বিপ্লব মণ্ডল ১৩৯
নাটককার সাধুরাম চাঁদ মুর্মু ও 'সংসার ফেঁদ' নাটক — শিবু সরেন ১৪২

সৈকত রক্ষিতের উপন্যাস : লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষিতে (নির্বাচিত)

অপূর্ব নন্দী

কালপ্রবাহের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস শাখাটিরও বিভিন্ন বদল ঘটে চলেছে; কখনো বিষয়বস্তুর, কখনো বা আঙ্গিকের কিম্বা ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গির।বিশেষত বলা চলে বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসের প্রেক্ষিতে। এ সময়ের একজন উদীয়মান কথাশিল্পী সৈকত রক্ষিত (জন্ম ১৯৫৪)। তাঁরই কয়েকটি উপন্যাস নিয়ে কিছু কথা বলা আজকের আলোচ্য বিষয়।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসগুলিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর লোকায়ত জীবন বড় বেশি করে ধরা পড়েছে বলা চলে। বর্তমান আলোচিত ঔপন্যাসিকের পুরুলিয়া জেলার প্রান্তীয় অঞ্চলে বেড়ে ওঠা আজন্ম। তিনি পুরুলিয়ার অন্ত্যজ মানুষদের সাথে বসবাস করে কাছ থেকে উপলব্ধি করেছেন তাদের লোকায়ত জীবনকে।সৈকত রক্ষিত প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই অচেনা জনগোষ্ঠীর সাথে সুপরিচয় করিয়েছেন পাঠকদের। ফুটিয়ে তুলেছেন লোকসংস্কৃতির নানা দিক। স্বভাবতই লোকজ উপাদানগুলি তাঁর লেখনীতে অন্য মাত্রা পেয়েছে।

সমাজের অন্তে বসবাসকারী, অনগ্রসর মানুষজনের আবহমান কালের জীবনচর্চাকে এককথায় লোকসংস্কৃতি বলা চলে। জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, সমাজব্যবস্থা, রীতিনীতি ও মানসিক সম্পদ নিয়েই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি যখন কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের লোকজনের হয় তাও হয় লোকসংস্কৃতি। তাই লোকায়ত জীবনধারার অলিখিত ইতিহাসই লোকসংস্কৃতি। দেশ-কালের সীমানা অতিক্রম করে লোকসংস্কৃতির উপাদান-উপকরণগুলির মূলত দুটি ভাগ- বস্তুগত এবং ভাবগত। প্রথমটির মধ্যে হল ঘর-বাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, যানবাহন, শিল্পকর্ম ও শিল্পবস্তু। অপরদিকে লোকভাষা, লোকসাহিত্য, লোকধর্ম, লোকগান, লোকসংস্কার, লোককথা প্রভৃতি হল ভাবগত বা অবস্তুগত লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত।

পশ্চিম রাঢ়ের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলির বৈচিত্র্যময় অবস্থান পুরুলিয়ায়। বৃহত্তর ছোটনাগপুর মালভূমির রুক্ষ ও অনুর্বর অঞ্চলে প্রাচীনকালে আর্য ও অনার্য জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। সে সভ্যতার ধারক ও বাহক বর্তমানের সাঁওতাল, শবর, হাড়ী, ঘাসি, খেড়িয়া, মাল, মাহাত প্রভৃতি উপজাতি ও তপশিলী সম্প্রদায়। এদের মধ্যে দিয়েই লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য ও পরম্পরা প্রবাহিত। যার প্রামাণ্য দলিল সৈকত রক্ষিতের উপন্যাসগুলি। তাঁর বিশ শতকের উপন্যাসে লোকজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত লোকসংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানগুলি।

পুরুলিয়ার লোকজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বস্তুগত সংস্কৃতির নিদর্শনগুলির মধ্যে পুরুলিয়ার মানবাজারের হাড়িদের নিয়ে লেখা সৈকত রক্ষিতে'র 'হাড়িক'(১৯৯০) উপন্যাসে হাড়িদের ঘরবাড়ির অনুপুঙ্খ বিবরণ আছে। গ্রামের এক প্রান্তে হাড়িদের বসবাস। তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলে আছে তাদের ছোট ছোট ঘর-বাড়িগুলির। ঘরগুলি আদিম প্রকৃতির। মাটি, তালপাতা, লতাপাতা, খড়, বাঁশ, টালি দিয়ে বানানো। কয়েকটা ঝুপড়ির মত যা সরকারের অর্থানুকূল্যে তৈরি করা। ঘরগুলি পোক্ত নয়, অল্প ঝড়-জলে ভেঙে পড়ে। একদিন ঝড়ে সীতারাম হাড়ির চাল উড়ে যাওয়ায় ঘরটা জলে ভরে গেছে, পঞ্চায়েত প্রধানকেও জানানো হয়। এ প্রসঙ্গে লেখক তৎকালীন সরকারের অন্ত্যজ মানুষের প্রতি অবহেলার চিত্রটি উপস্থাপন করেছেন। গুহিরাম জানিয়েছে- 'এর আগে অবশ্য নেপাল চক্রবর্তীকে অনেক কিছুই বলেছে। নোটিশও করেছে। কিন্তু দিকে হয়নি কিছুই'।

জমি অধিগ্রহণ ও উৎখাতের পটভূমিতে রচিত 'আকরিক'(১৯৮৪) উপন্যাসে কিছু লোকঅস্ত্রের ব্যবহার আছে, যেমন- কাস্তে, তীর, টাঙ্গি, তরোয়াল, বল্লম-কাঁড়ধনুক যা নিম্নবর্গীয় মানুষদের অধিকার অর্জনের হাতিয়ার, আবার নিজেদের রক্ষা করবার অস্ত্রও বটে। এছাড়া হাড়িক উপন্যাসে তীর-ধনুক, বল্লম, কেঁচ্যা দিয়ে শুয়োর হত্যার প্রসঙ্গও আছে। 'আমপাত চিরি চিরি' (১৯৯১) উপন্যাসে ক্যান্দপাতার ঘণ্ড, শণ, লাক্ষা, জংলী ঘাসের ব্যবহার আছে। লোকসংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানে পরিপূর্ণ 'কুশকরাত' উপন্যাস, যেখানে পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার শঙ্খ শিল্পীরা নিজ নিজ দক্ষতায় 'কুশকরাত' যন্ত্রটি হাতে নিয়ে দিন রাত এক করে শাঁখ চিরার (হস্তশিল্প) প্রসঙ্গ আছে। লক্ষ শিল্পীদের কথা আছে 'মহামাস' উপন্যাসে।

লোকসংস্কৃতির অবস্তুগত বা ভাবগত উপাদানগুলির মধ্যে কয়েকটি হল লোকসাহিত্য, ছড়া, ধাঁধা, বাগধারা, প্রবাদ, লোকধর্মের আচার-আচারণ, লোকগান, লোকসংস্কার প্রভৃতি। লোকসাহিত্যের গর্ভ আধার হল লোকভাষা। সৈকত রক্ষিতে'র উপন্যাসগুলি আঞ্চলিক, পুরুলিয়াকেন্দ্রিক অর্থাৎ মানভূমের ভাষাতে মানভূমের বিবরণ। তাঁর রচিত 'আকরিক' উপন্যাসে সৃষ্ট চরিত্রগুলির কথোপকথনের মধ্যে সেখানকার ভাষার ছাপ স্পষ্ট। যা পাঠককে আকৃষ্ট করে- তক্যানে মানবেক? টিপ দাও টাকা লাও, সঝা হিসাব। ক্ষেত ত আর ঠিকাবাবুর ট্যারাকে লিয়ে যাছেন নাই? মাল যাছেন। তা বাদে তুমার ক্ষেত তুমি কুলুপ দিঁয়ে রাখ ক্যানে"[৩]। বর্তমান ঔপন্যাসিক-ই প্রথম সার্থকভাবে পুরুলিয়ার লোকভাষাকে সংযোজিত করলেন উপন্যাসে। 'হাড়িক' উপন্যাসের একটি অন্য আকর্ষণ চরিত্রের সংলাপে 'মানভুঁইয়া' ভাষার ব্যবহার। যেমন, গুইরাম-নিরঞ্জনের কথোপকথন- গুইরাম বলে, 'তুমার এখন বরা কটি নিরঞ্জন ভাই?' 'এই ধরে লাও ক্যানে, ঢাইড় আছে দুটি। আর দু-মাস চার-মাসের ছানা লিয়ে গটা সাত'। 'ইয়ার বাদেও তুমি যদি আর কিছু পালতে পার, তাইলে ত আরই ভাল'। স্যা ত বঠে। কিন্তুক এক নম্বর চাষটা হামরা কই করতে পারছি?/ 'এক লম্বর?'/ 'হঁ, মানে ধর, যাকে বলে সায়বান্তি ষাঁড়। স্যাটা কি জিনিশ জান?"[৪]। লেখক মানভূমের ভাষায় সিদ্ধহস্ত কারণ তাঁর জন্মগত ভাষা এটি।

সৈকতে রক্ষিতের উপন্যাসগুলিতে লোকসঙ্গীতের বন্যা বয়েছে- ঝুমুর, ভাদু, টুসু, বাউল প্রভৃতির। লোকগানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল তাঁর স্বতঃস্ফূর্ততা ও অকৃত্রিম সুর। বিশেষ করে পুরুলিয়ার ঝুমুর গানের সুরের মূর্ছনা পাঠককে বারে বারে আকৃষ্ট করে। 'আমপাত চিরি চিরি'(১৯৯১) নামক সমগ্র উপন্যাসটি ঝুমুরকেন্দ্রিক। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রবনের কণ্ঠে ধ্বনি হয়েছে-

'আম পাত চিরি চিরি নৌকা বেনাইব/ এত বড় লদী হামি হেলিকে পেরাইবখ'। রবন যখন মহুল জঙ্গলে, কুমারী নদীর চরে কাঁধে ঝুড়ি নিয়ে ঘুরে ঘুরে পাত-পালহা কুড়োয় তখন তাঁর মিহি গলায় সাঁওতালি সুরে শোনা যায়, 'ভালা কুলহি রেমা দং এনেঃ কানা/ আয়ো বাবা ইঞকিন মানাঞ কানাখ'। 'ধুলাউড়ানি'(১৯৯৬) উপন্যাসে সকল মানুষের সম্পর্কে চালু এক হাহাকার মণ্ডিত ঝুমুর গান- 'মানুষ জনম ঝিঙা ফুলের কলি রে/সাঁঝে ফুটে সকালে যায় ঝরিখ'। 'আকরিক' উপন্যাসে শিবু গোঁসাই হাটে গেয়ে বেড়ায়-তআমার ক্ষ্যাত গেল ডবহা হল/ গরু-হালে কী হবেক?/যমের গাড়হায় সনা তুপা/ ডবহা লিয়ে কী হবেক?[৫]

এরূপ ছোট ছোট লোকগানের পাশাপাশি স্বমহিমায় উজ্জ্বল আঞ্চলিক ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদগুলি। বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাক-কেন্দ্রিক তথা লোকসাহিত্যের অন্যতম অনুষঙ্গ এগুলি। 'আকরিক' উপন্যাসে কামিয়াদের প্রতিবাদের ভাষা সুর পেয়েছে- 'সব কামিয়ার এক রা/ ঠিকা বাবু নিকলে যা'। উপন্যাসের অনেক চরিত্রে লেখক নতুন নতুন প্রবাদ ব্যবহার করে

'আকরিক' উপন্যাসটিকে ভাষা শৈলীর বিশিষ্টতায় উন্নিত করেছেন। যেমন-

ক) ই য্যা রাম না হতে রামায়ণ গাঁহে দিছে।

খ) রোজ ভিক্ষা/ তনু রক্ষা।

গ) পিঠ হয়েছে শিলা/যত কিলাবি কিলা।

ঘ) কাম যৎনা করবেক, তাল্লে বেশি বকছে।

'ধুলাউড়ানি' -তে আছে অর্থনৈতিক শোষণের কূৎ-কৌশলে সংস্কৃতি যখন নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন রবনের মত নারী যে সংস্কৃতিরই অন্ধকূপে নিমজ্জিত হবে-তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। তাই যখন হাজারী-রূপে সে গান গায়- 'বঁধু বলে দে বলে দে- কিস্যার ছলে/আটে আটে অঙ্গ হামার ধুয়ে দিল জলে'। 'অক্ষৌহিণী' উপন্যাসে কামিয়ারা বা খাদিয়া শরীর যদি না খাটায় তবে না খেয়ে থাকতে হবে। অগত্যা কায়িক পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে তারা। লেখকের কলমে তাদের পরিশ্রম প্রবাদের সুরে উচ্চারিত হয়-'বুকের ভিতর জ্বলছে ভাটা/ হা-ভাতে তোর সুয়াং খাটা'।

উপন্যাসের প্রেক্ষাপট যখন পুরুলিয়া আর তাতে পরব, উৎসবের প্রসঙ্গ থাকবে না তা অসম্ভব। 'হাড়িক' উপন্যাসে 'রোহিণী' পরব পুরুলিয়ার তথা সমগ্র মানভূমের পরব। এই পরবে বরার মাংস খুবই জনপ্রিয় হয়। হাড়িরা নানা উৎসব অনুষ্ঠানে আমোদ-প্রমোদ করে। হাড়িরা প্রতি বছর ১লা মাঘ বীরঝাঁপড়ির পরব করে। এটাই হাড়িদের নিজস্ব ও একমাত্র পরব, বীরঝাঁপড়ি তাদের কুলদেবতাও। এই পরবের পুরোহিত গুহিরাম হাড়ি। এই পরবের দিন গুহিরাম কুলদেবতার পুজো দিয়ে মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে সম্বন্ধ খুঁজতে বেরোবে। ভয়-ভক্তি, ঘৃণা-ভালোবাসা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আবেগ-অনুভূতি থেকেই লোকসংস্কার ও লোকাচারের জন্ম। হাড়িদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। হরিবোল মেলার আসর, বাইনাচের আসরের প্রসঙ্গ আছে এই উপন্যাসে।

'আমপাত চিরি চিরি' উপন্যাসে সাঁওতালদের কিছু লোকসংস্কারের কথা লেখক জানিয়েছেন, যেমন- জঙ্গলের ভিতরে মারাংবুরুর থান, ওঝার দেওয়া ঔষধ খাওয়া, যা তৈরি করা হয় বুনো শিকড় বাকড়, ইঁদুর মাটি আর ব্যাঙের জিভ মিশিয়ে। এছাড়াও উপন্যাসে 'তেলখড়ি', 'সখাঘরের সখা' প্রসঙ্গ আছে, আছে হরিবোল মেলার আসরের প্রসঙ্গ।

'ধুলাউড়ানি' উপন্যাসে রবনকে গ্রামের সরলা মাঝাইন 'ডাইন' অপবাদ দিয়েছে। রবনের মামা যুধিষ্ঠিরও বিশ্বাস করে-'ডাইনি আগেও ছিল। আজও আছে'। এ বিশ্বাস শুধু খড়িদুয়ারা নয়, পাশের কুমারডিহি, ধুদকাশোল, বাখড়ডিহি, সনাবনাথ প্রায় সব গ্রামের মানুষেরই। পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে চিকিৎসা সংকট, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব সাঁওতাল সমাজে এই বিশ্বাস প্রবল হয়েছে। এমনকি একবিংশ শতকেও এ বিশ্বাসের খবর মাঝে মাঝে শোনা যায়। মাদল, ধামসা, আঁড়বাঁশি লোকবাদ্যর ব্যবহার 'ধুলাউড়ানি' উপন্যাসে বর্তমান।

লোকজীবনের সাহিত্য, সমকালীন জীবনের সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপাদানের সম্বলিত প্রকাশ। সমকালীন কৃষ্টি-সংস্কৃতি, বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-নীতি, সামাজিক বিন্যাস উপন্যাসের পাতায় উদঘাটন হবে এটাই স্বাভাবিক। সৈকত রক্ষিতের উপন্যাসগুলিতে সেই বাস্তব চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে একথা বলা চলে। এককথায় পুরুলিয়ার ডকুমেন্টেশন। এখানেই সাহিত্যে লোকসংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। অন্যদিকে প্রান্তিক পুরুলিয়ার জীবনকে চেনা ও জানার প্রধান সম্বল এই উপন্যাসগুলি। ঔপন্যাসিক নিজে পুরুলিয়ার মানুষ তাই তিনি পুরুলিয়াকে হাতের তালুর মতো চেনেন। আর সেই চেনাকেই তাঁর উপন্যাসে তুলে রেখে চলেছেন আজও। এ কারণেই আজকের দিনে বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক সৈকত রক্ষিত।

তথ্যসূত্র
১) সৈকত রক্ষিত, 'আকরিক', শিল্পসাহিত্য, ৪৯ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ-২৪
২) অরূপ পলমল (সম্পাদনা), 'সৈকত রক্ষিতঃ অনুরাগে অনুভবে', তপতী পাবলিকেশন, ২০২২, পৃ-৬২
৩) সৈকত রক্ষিত, 'আকরিক', শিল্পসাহিত্য, ৪৯ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ-২৪

অপূর্ব নন্দী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

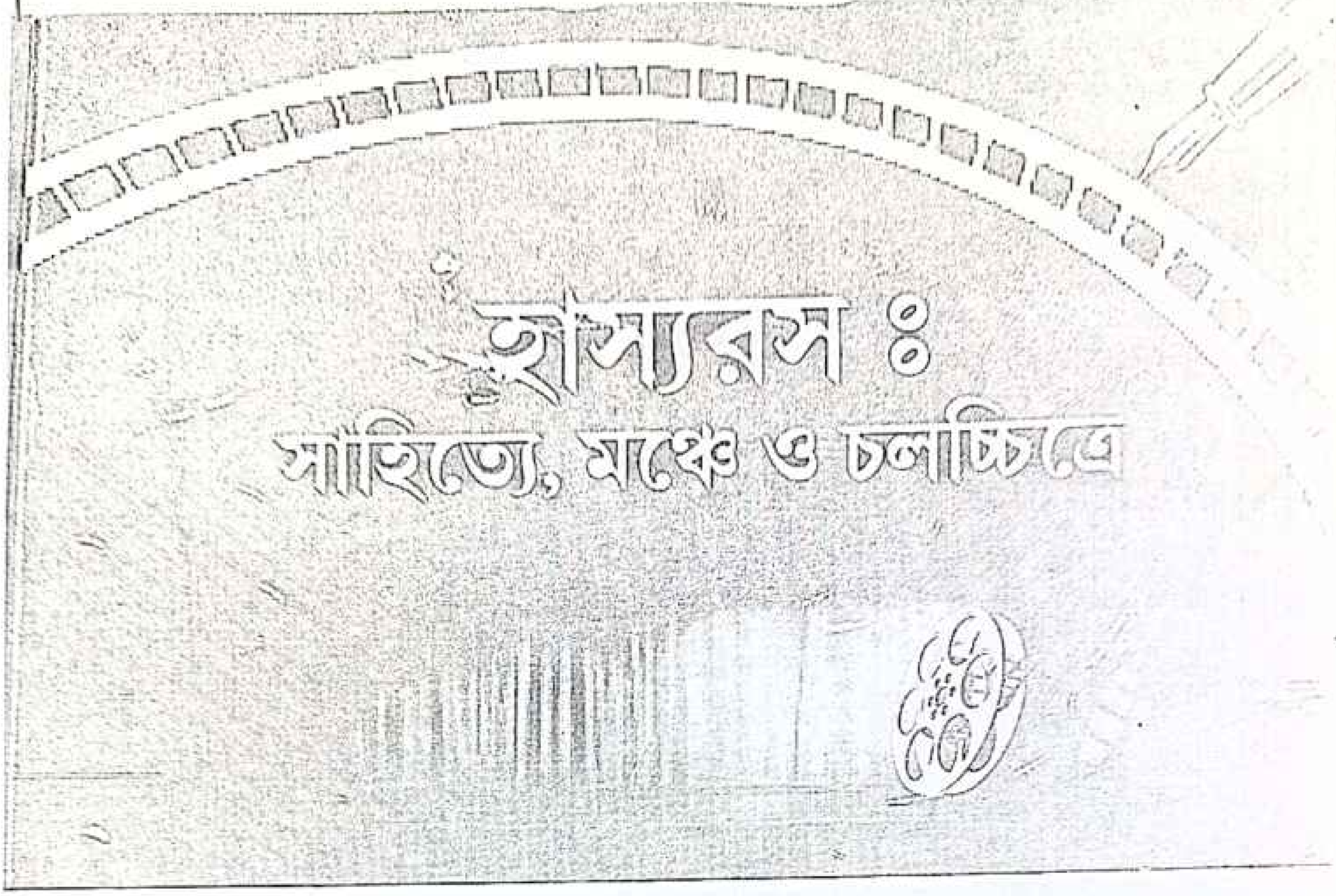

HUMOU

Effect in Litera

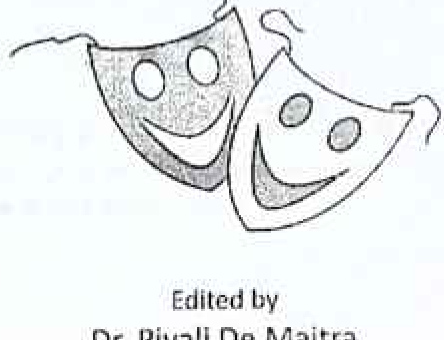

Edited by
Dr. Piyali De Maitra
Dr. Prasenjit Chattopadhyay
Sree Chaitanya Mahavidyalaya

হাস্যরস : সাহিত্যে, মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে

HUMOUR : EFFECT IN LITERATURE, STAGE & SCREEN

Collection of Papers Presented in the

UGC Sponsored National Seminar

November, 13-14, 2014

Edited by :

Dr. Piyali De Maitra, Head & Associate Professor, Department of Bengali
Dr Prasenjit Chattopadhyay, Head & Assistant Professor, Department of English

Sree Chaitanya Mahavidyalaya
P.O. Habra-Prafullanagar, Dist. North 24 Parganas, Pin-743268
www.sreechaitanyamavidyalaya.ac.in

SCRIPT
KOLKATA

হাস্যরস : সাহিত্যে, মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে
Humour : Effect in Literature, Stage & Screen

First Edition : March, 2015

© Sree Chaitanya Mahavidyalaya

Published by
Script
61, Mahatma Gandhi Road.
Kolkata - 700 009

Book Cover & Design
Sri Suvendu Saha, Assistant Professor, Department of Commerce
Sree Chaidanya Mahavidyalaya

Letter Type Setter by :
Bristi Printer
Barasat

Printed by :
Bharati Offset & Graphics
Kolkata-67

ISBN 81-7864-189-5

P R I N T E D I N K O L K A T A

সূচি

Shakespearean Comedy in Bhrantibilas and Angur	*Sukla Basu (Sen)*	৯
The Laughter Mechanism : Refugee influx, erosion of Cultural space, tention and subsequents negative stereotyping in popular Bengali Cinema	*Ashes Gupta*	১৬
হাস্যরসের দেবকল্পনা : ভরত ও রবীন্দ্রনাথ	*ঋতংকর মুখোপাধ্যায়*	২৩
No Child's Play : Uncomplicating the Cartoon World of Doreman, Shinchan & Their Teb-siblings	*Rumpa Das*	৩৫
হাস্যরস ও মনোজ মিত্রের নাটক	*বনানী চক্রবর্তী*	৪৩
করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে : স্মিত হাস্যে আনন্দিত অবগাহন	*নির্মাল্য মণ্ডল*	৪৭
A close Look at Chaucer's Satirical Treatment of the Cook in the General to Prologue the Canterbury Tales	*Santanu Ganguly*	৫৩
ব্যঙ্গকৌতুকে সমাজ ভাবনার প্রতিফলন, বনফুলের নির্বাচিত কবিতা	*গোপা বিশ্বাস*	৫৬
হাস্যরসে মানবতা —মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক	*সুশ্রীমা দত্ত সেনশর্মা*	৬৩
Where Angels Fear to Trade : A Study in Shakespeare's "Twelfth Night"	*Subhajeet Singha*	৬৬
টিনের তরোয়াল : সিরিয়াস নাটকে হাস্যরসের নানামাত্রিক প্রয়োগ	*সোমা ভদ্র রায়*	৭২
নাটকের হাসি পাঠকের হাসি : মঞ্চের হাসি দর্শকের হাসি	*সৈকত মণ্ডল*	৭৭
Milan Kundera and Humour	*Subhadip Das*	৮০
হাসি কি নিছকই হাসি?	*অনামিকা দাস*	৮৪
কাশীদাসী মহাভারতে হাস্যরস	*নিবেদিতা বিশ্বাস*	৮৯
Humour in 'Goynar Bakso" (The Box of Jewels): A Study of the novel and screen adaption	*Amrita Bhattacharyya*	৯৪
সুকুমার রায় : নির্মল হাস্যরসের কবি	*রচনা রায়*	৯৮

হাস্যরসে কবিকঙ্কণ	*অনির্বাণ সাহা*	১০৩
The Other Rasa : Nonsense and the Rasa Aesthetics	*Parantap Chakraborty*	১০৭
কাজী নজরুল ইসলামের নাটকে হাস্যরস	*শেখ কামাল উদ্দীন*	১১০
যুদ্ধবিরোধী নাটকে হাস্যরসের ব্যবহার : আরিস্তোফানেস এবং বাদল সরকারের নাট্য প্রচেষ্টা	*সোমজিৎ হালদার*	১১৩
বাংলা লোকসাহিত্যে হাস্যরস	*কুশল চ্যাটার্জী*	১১৮
Dissolving Boundaries : That Lonesome Man in Celluloid	*Aritra Choudhuri*	১২৩
হুতোম প্যাঁচার নকশা : হাস্যকৌতুক ও বাস্তবতার অনবদ্য মেলবন্ধন	*নিবেদিতা পাল*	১২৬
বিদূষক গোপাল ভাঁড় : বাঙালির হাস্যমুখ	*উৎপলকুমার মণ্ডল*	১২৯
বাংলাসাহিত্যে হাস্যরসের ধারায় অন্যতম দুই ব্যক্তিত্ব : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও রাজশেখর বসু	*অপূর্ব নন্দী*	১৩৪
Narrating the Comic in Herge's the Adventure of Tintin	*Sohini Ghosh*	১৪০
পাগলা দাশু : সুকুমার রায়ের অনন্য কীর্তি	*মানস সাহা*	১৪৩
কৌতুক নাট্যরচনায় স্বর্ণকুমারী দেবীর অনন্যতা	*সারদা মাহাতো*	১৪৮
হাসির বিচিত্র রামধনু	*সুস্মিতা শেঠ*	১৫৩
কুমারসম্ভবের ছদ্মবেশী ব্রহ্মচারী : একটি সরস উপস্থাপনা	*মধুবন্তী রায়চৌধুরী*	১৫৬
বঙ্কিমের প্রবন্ধে হাস্যরসের অনুসন্ধান	*অন্তরা গোস্বামী*	১৫৯
Dynamics of Hasya Rasa and / or Comedy in Graphic Novels : A Critical Study of Corridor	*Sumanta Gangopadhyay*	১৬৪

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারায় অন্যতম দুই ব্যক্তিত্ব : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও রাজশেখর বসু

অপূর্ব নন্দী*

'হাস্যরস' একটি শব্দমাত্র নয়, এর পরিধি ব্যাপক। তাই হাস্যরসের স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয় করাও কঠিন। আদিকাল থেকেই পণ্ডিত ও দার্শনিকরা এ বিষয়ে অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু কোনো পণ্ডিত ও দার্শনিকের কোনো ব্যাখ্যাই পরবর্তী পণ্ডিত ও দার্শনিকদের দ্বারা নির্দ্বিধায় সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয়নি। তবে বিভিন্ন ধরনের হাসিকে বোঝাবার জন্য বিভিন্ন ধরনের নাম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন—রঙ্গ, ব্যঙ্গ, তামাশা, ঠাট্টা, পরিহাস, বিদ্রূপ, ভাঁড়ামি, রসিকতা ইত্যাদি। ইংরেজি সাহিত্যে হাস্যরসে Humour,Wit, Satire, Irony, Fun, Joke ইত্যাদি শ্রেণির কথা আছে। এদের মধ্যে Humour কে সর্বোৎকৃষ্ট বলা হয়।

হাস্যরসের আলোচনা প্রসঙ্গে মোহিতলাল মজুমদার বলেছেন, 'সাহিত্য সমালোচনায় হিউমার শব্দটির আর একটি গভীরতর ও মহত্তর আলঙ্কারিক অর্থ আছে। এই সূক্ষতর অর্থে হিউমার এর রূপ যেমন হউক, তাহার অন্তরালে লেখকের একটি মানস ধর্ম (an attitude of the mind) পরিস্ফুট হইয়া উঠে'। জগৎ ও জীবনের প্রতি একটা নির্লিপ্ত অথচ সহৃদয় মনোভাবই হিউমার এর মূল উৎস। Humour এর মধ্যে কোনো জ্বালা যন্ত্রণা নেই, বরং তার মধ্যে মিশে থাকে সহৃদয় মনের কারুণ্যের স্পর্শ।

কিন্তু Satire হচ্ছে তীব্র বিদ্রূপাত্মক। ব্যঙ্গের মধ্যে উপহাসের সুতীব্র জ্বালা প্রদাহের সৃষ্টি। Irony তে ব্যঙ্গ আছে কিন্তু তা Satire এর মতো তীব্র জ্বালাকর নয়। তবে Irony কে পরিহাসমিশ্রিত বা ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি বলা যায়। আর Wit হচ্ছে বাকবৈদগ্ধ বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় তা তলোয়ারের মতো ঝলসে উঠে। বুদ্ধিদীপ্ত পাঠক মন চমৎকৃত হয় Wit এর রসাস্বাদনে।

স্বভাবতই হাস্যরসের উপাদানরূপে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, ঠাট্টা প্রভৃতি বিভিন্ন বিচিত্র জিনিসের সমাবেশ ঘটে বলেই নানা জাতের হাসি উৎপন্ন হয়। আমরা বর্তমান আলোচনাতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও রাজশেখর বসু কিভাবে বাংলা সাহিত্যের ছোটোগল্পে হাস্যরসের বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়েছেন, তা খোঁজার প্রয়াস করব।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৩-১৯৩২) দীর্ঘ জীবিতকালের বৈচিত্র্যময় কর্ম অভিজ্ঞতার ফসল মোট ১২টি গল্পগ্রন্থ। তাঁর রচিত গল্পগুলির মধ্যে হাস্যরসের আলোচনায় প্রথমেই আলোকপাত করব 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে। গল্পটি আদ্যন্ত হাস্যরসাত্মক। একটা কথা প্রচলিত আছে যে নারী বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন। এর ব্যতিক্রম হলেই সেই নারী সর্বত্র উপহাসিত হত। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে সবযুগে মধুর স্বভাবের নারী যেমন জন্মায়, তেমনই কলহপ্রিয়া, উগ্রচণ্ডী স্বরূপা নারীর

* অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ইভনিং কলেজ

আবির্ভাবও হয়। এদের আচার-আচরণ, কথা-বার্তা ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রেই সাহিত্যের বিষয় হয়েছে। সেই রকমই এক ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্র 'রসময়ী' আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রবিন্দু।

সামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পটি। চল্লিশ বছর বয়স্ক জেলা জর্জ কোর্টের মোক্তার ক্ষেত্রমোহনবাবুর আঠারো বছরের দাম্পত্যজীবনের সঙ্গী ত্রিশ বছর বয়স্কা চামুন্ডাসদৃশ রসময়ী। তাদের কলহ, বিচ্ছেদ-সন্ধি ও অপত্যহীনতাকে কেন্দ্র করেই গল্পের মূল বিষয়, আর তা নানান অসঙ্গতির মধ্য দিয়ে লেখক গল্পকে আদ্যন্ত হাস্যরসে টইটুম্বর করেছেন।

প্রথমেই বলতে হয় রসময়ীর অভিনব রৌদ্ররস প্রকাশের মধ্যে হাস্যরস সৃজনের প্রয়াস। চুঁচুড়ানিবাসী হরিশবাবুর কন্যার সঙ্গে ক্ষেত্রমোহনের দ্বিতীয়বার বিবাহ, রসময়ী ও তার বুদ্ধিমতী দিদি বিনোদিনী ক্ষেত্রমোহনবাবুর হবু শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বিবাহ ভেঙে দেওয়ার দৃশ্য—কোন পাঠকই হাসিকে রোধ করতে পারে না—"বারান্দার কোণে ছিল একগাছা ঝাঁটা, নিমেষ মধ্যে সেইটা দুই হস্তে ধরিয়া গৃহিনীর উপর সপাসপ মারিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিল—"কেন? — কেন? — আর কি মরবার জায়গা পেলে না? — জায়গা পেলে না? — আমার সোয়ামি ছাড়া কি তোমার মেয়ের অন্য পাত্তর জুটলো না?" সেই বাড়ির গৃহিণী ও অন্যান্য মেয়েদের প্রতি রসময়ীর "কিল-চড় নিষ্ঠীবন-বৃষ্টি, রসময়ীর আঁশবটি ঘুরিয়ে 'খুন চেপেছে—আমার খুন চেপেছে— সবাইকে খুন করে ফাঁসি যাব" ইত্যাদি ঘটনাগুলি রসময়ীও উপভোগ করেছে, তেমনি তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে দিদিকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশি বাধা কাটানোর ঘটনাতে হাস্যরসটিও তীব্র হয়েছে।

গল্পকার দাম্পত্য সংলাপেও হাস্যরস সৃজনে প্রয়াসী হয়েছেন। রসময়ীর জিজ্ঞাসা — 'বুড়ো বয়সে বিয়ে করছ না কি শুনলাম?' ক্ষেত্রমোহন হুঁকা নামিয়ে একটু উত্তেজিত হয়ে বলেছে—'করছিই ত, করব না কেন? তোমার ভয়ে না কি?' এরপরেই রসময়ী তার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে, 'এই এমন কিছু না। আঁশবটিটি দিয়ে সে মেয়ের নাক কেটে দেব—আর বুকে একখানা দশমুনে পাথর চাপিয়ে দেব।' তৎক্ষণাৎ ক্ষেত্রমোহন নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে, "তুমি না মরলে আর বিয়ে করছি নে, মরবে কবে?' রসময়ী বিদ্রূপ করে হাঃ হাঃ করে হেসে বলে—"রসি বামনি এমনি মরছে না। তার এখনো অনেক দেরি-বিস্তর বিলম্ব। তোমার বিয়ে করবার বয়স যাবে—বুড়ো থুড়থুড়ো হবে-ভুঁয়ে মুয়ে হয়ে যাবে-যখন আর কেউ মেয়ে তোমার দিতে রাজি হবে না— তখন আমি মরব।" এইরকম উৎসাহ সৃষ্টিকারী নির্মল আনন্দ প্রবাহকেই প্রভাতকুমার এই গল্পে উপস্থাপন করেছেন। জীবনের এক সুগভীর সত্য এখানে নিহিত। আপাত হাসির অন্তরালে রয়েছে অশ্রুর আধিক্য, যা পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ করে।

রসময়ী মারা যাবার পর ভৌতিক রহস্য পাঠককে হাস্যরসে নিমজ্জিত রাখে। 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে চরিত্রের অসঙ্গতির মধ্য দিয়ে হাস্যরস প্রবাহ ঘনীভূত হয়েছে। এল. এ. ফেল শিক্ষিত মোক্তার সুরেন্দ্রনাথবাবু রসময়ীর লেখা চিঠিকে কোনো জীবিত মানুষের কারসাজি বলতে চান, থিয়জফিস্ট উকিল মনোহরবাবু ও সুরেন্দ্রনাথবাবুর এবিষয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তি পাঠকের হাসির খোরাক—'ভূত, তিনি বাড়ির সামনেই বটগাছে থাকেন। চিঠি যখন লিখতে পারেন, তখন অনায়াসেই মূর্তিগ্রহণ করে নিজের বক্তব্য বলে যেতে পারতেন।' ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন, অথচ ভয়ে গা ছমছম করা ভাব—এরই মধ্যে রয়েছে চারিত্রিক অসঙ্গতি।

ক্ষেত্রমোহনের খুড়ামশায়ের ক্রিয়াকলাপও অসঙ্গতির চূড়ান্ত নিদর্শন। শয়নঘরের কপাটের বাইরে এবং ভিতরের দেওয়ালময় রাম নাম লেখা, বালিশের তলায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ রেখে শয়ন করা—এসব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় গল্পকে সর্বশ্রেষ্ঠ হাসির গল্পের মাত্রা দিয়েছে।

'বলবান জামাতা' গল্পে আলিপুরের পোস্টমাস্টার নলিনীবাবুর প্রথমবার শ্বশুরবাড়ি গমনকে কেন্দ্র করে গল্পে হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। নলিনীবাবু বিবাহের দুবছর পর এলাহাবাদে শ্বশুরবাড়ি যাবার মনস্থির করলেন। সেখানে শ্যালিকা দিনাজপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী কুঞ্জবালার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বাসরঘরে নলিনীকে যে বিদ্রূপ করেছিল তার জবাব দেবার জন্য ঘন দাড়ি, পাজামা-পাঞ্জাবি, মাথায় পাগড়ি, বন্দুক বাক্স নিয়ে শ্বশুরবাড়ি চললেন। এই বেশভূষা হাস্যরসকে তীব্র ঘনীভূত করেছে।

এলাহাবাদে একই নামের দুই উকিলের অবস্থান ঘটিয়ে লেখক চরম কৌতুকের সৃষ্টি করছেন। ভুলক্রমে গাড়োয়ান উকিল মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে মহেন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়িতে নলিনীবাবুকে নিয়ে গেছেন। অসাধারণ ঘটনাসংস্থাপনের গুণেই প্রভাতকুমার পাঠকমহলে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

ঘোষবাড়ির ভৃত্য রামশরণ নলিনীকে দেখেননি, জামাই পরিচয় দিয়ে সে নলিনীবাবুকে যথাযথ আপ্যায়ন করেছে। ঘোষবাড়ির দাসী একজন নবজাতককে কোলে নিয়ে এসেছে। দাসীর কথা বা ইঙ্গিত নলিনীবাবু প্রথমে বুঝতে পারেননি, ভেবেছেন এই পরিবারের অন্য কারও সন্তান। এই ঘটনা বাড়ির বয়ঃপ্রাপ্ত বালক-বালিকাদের হাসির উৎস হয়েছে। কিন্তু হাস্য সংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে যখন তথাকথিত মেজদির আগমন ঘটে—'কি ভাই, এতদিনে মনে পড়ল' কিন্তু মেজদি নলিনীকে দেখামাত্র ঘোমটা দিয়ে অন্দরমহলে চলে গেলেন, সেখান থেকে নানারকম কথা ভেসে আসছে নলিনীর কানে—'ওমা একি কাণ্ড। জামাই সেজে কে এল?' অন্দরমহলে যতখানি উদ্বেগ, বাইরের ঘরে নলিনী ঠিক ততখানিই নিরুদ্বেগে জল খাবারের পাত্র খালি করে ফেলল। এই ঘটনাক্রমে লেখকের আপন গুণেই কৌতুকরসের ধারক।

উকিলবাড়িতে রামশরণ দারোয়ানের নলিনীবাবুর আসার খবর দেওয়ার ভঙ্গিটিও কৌতুককর, 'ডাকু হোবে কি জুয়াচোর হোবে কি পাগল আদমি হোবে কিছু ঠিকানা নাই। সে বলে কে হামি বাবুর দামাদ আছি।' মহেন্দ্রবাবুর কাছে রামশরণ এই খবর দেবার সাথে সাথে গল্পকার যে হুলুস্থুল পড়ে যাবার বর্ণনা দিলেন তা পাঠককে একদিকে যেমন কৌতুকময় করে তোলে, অপরদিকে টানটান উত্তেজনার মধ্যেও নিমগ্ন রাখে।

নলিনী যখন প্রকৃত শ্বশুরবাড়ি মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে গেলেন, তখন মহেন্দ্রবাবু নলিনীকে দেখে অগ্নিশর্মা হইয়া বলিলেন—" বেটা জুয়াচোর! তুমি শ্বশুর চেন আর আমি জামাই চিনিনে? আমার জামাইয়ের এ রকম গুণ্ডার মত চেহারা? ভাগো হিঁয়াসে-নিকালো হিঁয়াসে-নয়ত আভি পুলিশমে ভেজেঙ্গে—"

অগত্যা নলিনী স্টেশনে ফিরে গেছে। শেষ পর্যন্ত নলিনীর টেলিগ্রাম জামাই নিয়ে গোলমালের অবসান ঘটিয়েছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায় এই গল্পে প্রভাতকুমার ঘটনার পারম্পর্যে নাটকীয় সংঘাতে কৌতুক ও হাস্যরসের আবহ সৃষ্টি করেছেন।

'প্রণয়-পরিণাম' গল্পও বেশ হাস্যরসাত্মক। এক অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোরের বয়ঃসন্ধিকালের প্রথম দর্শনজাত প্রেম এই গল্পের বিষয়। মূলত প্রেমের রূপজ মোহের কারণে অপ্রাপ্তবয়স্ক মানিকলালের নানাবিধ হাস্যরসাত্মক কার্যকলাপ পাঠকমহলে হাসির খোরাক জুগিয়েছে। বাল্যকাল থেকেই মানিকলাল উপন্যাস পড়তে অভ্যস্ত, সেই পঠিত উপন্যাসগুলির নায়কদের প্রেমের লক্ষণ মিলিয়ে প্রেমে পড়া ইত্যাদি বিষয় এই গল্পে হাসির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানিকের পিসতুতো কলেজ পড়ুয়া দাদা প্রভাস গল্পে হাস্যরসকে ত্বরান্বিত করেছে। মানিক

ও কুসুমের প্রেম পরিণামের দিকে অগ্রসরে প্রভাসই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু প্রেমের পরিনাম প্রভাসের বিরুদ্ধে গেছে, তার পরাজয় ঘটেছে, ফলে সে হাস্যকর হয়ে উঠেছে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'পোস্টমাস্টার' গল্পে পোস্টমাস্টারের প্রেমপত্র চুরি করে পড়া এবং পত্রে উল্লেখিত সংকেত অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে গভীররাত্রে গমন ও পরিণামে ধরা পড়ে যাওয়া-ইত্যাদি ঘটনার কবলে পড়ে পোস্টমাস্টারের করুণ পরিণতি পাঠকের মধ্যে হাসির উৎসার ঘটিয়েছে।

'বিবাহের বিজ্ঞাপন' এর মূল আলম্বন বিষয় প্রতারণা হলেও লেখকের সুপরিকল্পনার গুণে একটি উৎকৃষ্ট হাসির গল্প হয়ে উঠেছে। সিদ্ধির নেশায় একটি পুরানো ছেঁড়া কাগজে বিবাহের বিজ্ঞাপন দেখে মজা দেখবার দুর্লভ নেশায় বিবাহিত লালা রামঅওতারের প্রতারণার পরিকল্পনার গল্পে Humourই প্রাধান্য পেয়েছে।

'খোকার কাণ্ড' গল্পে বাহিরে ব্রাহ্ম হওয়ার বড়াই ও ভিতরে হিন্দু সংস্কার— এই দুই এর মধ্যে অসঙ্গতি হাস্যরস সৃষ্টি করেছে।

রবীন্দ্রসমকালে আবির্ভূত হয়ে রবীন্দ্রানুমুখী না হয়ে বাস্তব সমাজ জীবনের খণ্ড খণ্ড সামান্য ঘটনাকে, ঘটনাসংস্থাপনের নৈপুণ্যে, কাহিনীর সরল বর্ণনার উপভোগ্যতায়, চরম পরিণতি সৃষ্টির দক্ষতার গুণে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পাঠকহৃদয়ে সদাজাগ্রত।

বাংলা সাহিত্যের হাস্যরসের আকাশে অপর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০)। বেঙ্গাল কেমিক্যাল সংস্থার আজীবন কর্মী 'রাজশেখর বসু' সাহিত্যে 'পরশুরাম' ছদ্মনামে বিচরণ করেছেন। হাস্যরসের আলোচনায় প্রথমেই বলতে হয় তাঁর 'গড্ডালিকা' গল্পগ্রন্থের 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পের কথা।

আধুনিক ব্যবসা বুদ্ধির সঙ্গে প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাসের মিলন ঘটিয়ে ব্যঙ্গ রচনার সার্থক সৃষ্টি শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড। ধর্মকে সামনে রেখে পিছনের দিকে চলল অনৈতিক কাজ, ধর্ম হয়ে উঠল নীতিহীন। বিশশতকের তিরিশের দশকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে বাঁচার তাগিদে ধর্মের নামে জোচ্চুরি, ধাপ্পাবাজি, একধরনের মূল্যবোধহীনতাকে গল্পকার কষাঘাত করে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সৃষ্টি করেছেন।

আলোচ্য গল্পে সাধু-চলিত ভাষার ব্যবহার হাস্যরস সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। যেমন—'গণ্ডেরি : ভালো-বন্দোবস্ত, কিয়েছেন। আপনেকো কোই দুসরে না। নিস্তার্ণী দেবী কো কোন পহচানে।' আবার কখনো কখনো হিন্দির সঙ্গে বাংলার মিশ্রণ ঘটিয়ে লেখক হাস্যরস সৃজনে প্রয়াসী হয়েছেন, এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—'বঙ্গালী ধরম জানে না, তিস রূপায়ার নোকরি করবে, পাঁচ পইসার হরিলুঠ দিবে। হামার জাত রূপয়া ভি কামায় হিসাবসে, পুন ভি করে হিসাবসে। আপনেদর রবীন্দ্রনাথ কি লিখছেন — বৈরাগ্য সাধন মুক্তি সো হামার নহি। হামি এখন চলছি, রেস খেলনে। কোণ্ট্রি গেরিল ঘোড়ে পর আজ দো-চারশও লাগিয়ে দিব।' এই ধরনের বিচিত্র ভাষার সংলাপ দেখে পাঠকের হাসির রেশ থামানো মুশকিল।

'গড্ডালিকা' গল্পগ্রন্থের 'চিকিৎসা সংকট' গল্পে সমকালীন চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে মধ্যবিত্ত মানুষের চিত্তদুর্বলতার প্রসঙ্গে গল্পটিকে গল্পকার হাস্যময় করেছেন। কাহিনীর উপজীব্য বিষয় কর্মহীন অথচ সম্পদশালী, বিপত্নীক মধ্যবয়স্ক নন্দবাবুর অলীক রোগের চিকিৎসা ও তার প্রতিকার। স্বল্পভাষী, আমুদে, উদ্যমহীন নন্দবাবু নিরুপদ্রব জীবনের আকর্ষণে দ্বিতীয় বিবাহ করেননি। লেখক নন্দবাবুর অলীকরোগের বিস্তৃতি এবং সঠিক রোগের চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে যেমন হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে সমকালীন সমাজে চিকিৎসকদের পয়সা উপার্জনের প্রচেস্টাকে শ্লেষবিদ্ধ করেছেন।

নন্দবাবুর অলীকরোগের চিকিৎসার জন্য গল্পকার ঘটনাগুলিকে সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন, প্রথমে অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার, হোমিওপ্যাথির পর, কবিরাজের বাড়ি, এরপর হাকিমি চিকিৎসা, শেষমেশ নিজের সিদ্ধান্তে মিস বিপুলা মল্লিকের চেম্বারে। অকৃতদার নন্দবাবুকে দেখে অবিবাহিতা বিপুলার হৃদয়ে প্রেমরসের উদ্বোধন, পরিশেষে উভয়ের পরিণয়ে কাহিনির সমাপ্তি-নির্ভেজোল আনন্দরসে পরিপূর্ণ। এই গল্পে লেখক হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন তিনভাবে—ঘটনাসংস্থানের গুণে, চরিত্র সৃজনের অভিনবত্বে এবং ভাষাগত দক্ষতায়। এ গল্পের সংলাপও হাস্যরসের আবহকে ঘনীভূত করেছে, কবিরাজের বিখ্যাত উক্তি '২নতি পার না'।

গড্ডালিকা গল্পগ্রন্থের অপর একটি শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প 'লম্বকর্ণ'। মনুষ্যেতর প্রাণী ছাগলকে নিয়ে বংশোলচনবাবু ও স্ত্রী মানিনীর কলহ, মান-অভিমান গল্পে হাস্যরসের আস্বাদ্যবস্তু করে তুলেছেন। জমিদার বংশোলোচনবাবু বিকালে বায়ুসেবনে গমনকালে খালপাড়ের এক বেওয়ারিশ ছাগল তার জামার প্রান্তধরে টানাটানি করার ঘটনা থেকেই গল্পে কৌতুক বর্ণনা শুরু। হৃষ্টপুষ্ট ছাগলটির বংশোলচনবাবুর চুরুটটি কেড়ে নেওয়া, সিগার কেস চিবানো ইত্যাদি কাণ্ড কারখানা আমাদের লঘু হাসির উদ্রেক করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য—'বংশলোচন উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বর্মাচুরুট একবার জোরে টান দিলেন। এমন সময় বোধ হইল, কে যেন পিছু হইতে তাঁর জামার প্রান্ত ধরিয়া টানিতেছে এবং মিহি সুরে বলিতেছে—হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ। ফিরিয়া দেখিলেন একটি ছাগল।'

বংশলোচনের সঙ্গে লম্বকর্ণ বাড়িতে আগমনের ফলে লম্বকর্ণই হয়ে উঠে বৈঠকী আড্ডার গল্পের বিষয়। তাকে ঘরে আশ্রয় দেওয়াকে কেন্দ্র করে স্ত্রী মানিনীর সঙ্গে ঝগড়ার ঘটনা যে বেশ কৌতুকাবহ তা গল্প পাঠের ফলেই উপলব্ধজাত। এই কৌতুকের মূলে আছে অসঙ্গতিমূলক চরিত্র চিত্রণ, তেমনি অপর দিকে আছে বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত সংলাপ। এখানে চাটুজ্যের সংলাপ উল্লেখ না করলেই নয়—'চাটুজ্যে। ... তার পরদিন থেকে ভুটে নিরুদ্দেশ। খোঁজ-খোঁজ-কোথা গেল। এক বছর পরে মশায় সেই ছাগল সোঁদরবনে পাওয়া গেল; শিং নেই বললেই হয়, দাড়ি প্রায় খসে গেছে, মুখ একেবারে হাঁড়ি; বর্ণ হয়েছে যেন কাঁচা-হলুদ। আর তার ওপর দেখা দিয়েছে মশায়—'আঁজি-আঁজি ডোরা-ডোরা'। ডাকা হল—ভুটে ভুটে। ভুটে বলে-হালুম'।

লম্বকর্ণ চরিত্রটি স্বয়ং গল্পের হাস্যরস সৃজনে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন : 'লম্বকর্ণ গল্পে লম্বকর্ণই হাস্যের কেন্দ্রে অবস্থিত। লেখক আশ্চর্য নিপুণতায় এই পশুটিকে একটি চরিত্রে পরিণত করেছেন। ভাষার ভিত্তিতে, ঘটনার অভিনবত্বে একটি পশু চরিত্রের কার্যকলাপ কেমন করে হাস্যরসের আধার হতে পারে ভাবতে অবাক লাগে।'

পরশুরাম তাঁর 'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পতে চরম কৌতুকরসের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। স্ত্রৈণ শিবু ভট্টাচার্যের মৃত্যু এবং পরবর্তীকালে ভুশণ্ডীর মাঠে আগমন, ডাকিনীর প্রতি আকর্ষণ থেকে বিবাহের সিদ্ধান্ত এবং পরিশেষে এই বিবাহ উপলক্ষে শিবুবাবুর তিনজন্মের স্ত্রী পেত্নী ও শাকচুন্নীর আগমন এবং উত্তপ্ত বাকযুদ্ধ হাস্যরসের জন্ম দিয়েছে। গল্পে বিচিত্র পত্নী ও পতিবিভ্রাট যে রসহীন মানুষের ওষ্ঠে হাসির সঞ্চার করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে ভেকধারী গুরুদের প্রতি কটাক্ষ করে, তাদের ভিতর ও বাহিরের পার্থক্যজনিত অসঙ্গতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে নির্মল হাস্যরস সৃজন করা হয়েছে। বিরিঞ্চিবাবা চরিত্রকে ঘিরেও হাস্যরস উপভোগ্য হয়েছে।

'কজ্জলী' গল্পগ্রন্থের শেষ গল্প 'উলটপুরাণ'-এ উপস্থাপন ভঙ্গীর অভিনবত্বের মাধ্যমে বেশকিছু situation ব্যঙ্গমিশ্রিত কৌতুকরসের জন্ম দিয়েছে। যেমন—বাথরুমে বসে গবসন টোডির আম খাওয়ার প্রয়াস ও চোয়াল বেয়ে রস পড়ার ঘটনা—'দোদণ্ড জান না? The Big rod, under the soothing influence of the big rod.'

'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পে ঘটনাগত অসঙ্গতি হাস্যরসের কারণ। এখানে পূর্বপুরুষদের পিণ্ডদানের বিষয়ে হনুমানের দুশ্চিন্তা, সীতার পরামর্শে বিবাহের নিমিত্তে তার বিবিধ স্থানে গমন, চিলিম্পার কাছে তাঁর নাস্তানুবাদ হওয়ার ঘটনা, নিঃসন্দেহে একধরনের অসঙ্গতির বোধ পাঠক হৃদয়ে হাস্যরসের কারণ হয়ে ওঠে।

উপরোক্ত গল্পগুলি বিশ্লেষণে দেখা গেল যে, বৈচিত্র্যপূর্ণ চিন্তা, বাস্তব জীবনের নানান অসঙ্গতি, অসাধারণ ঘটনাসংস্থাপনের দক্ষতা, সহজ সরল কাহিনি বর্ণনাতে হাস্যরসের অবতারণা, বৈচিত্রময় ভাষা, সংলাপ ব্যবহারে রাজশেখর বসু বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের আকাশে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন।

সামগ্রিক আলোচনার পরিশেষে বলা যায়—সাহিত্য রচনার পেছনে লেখকের একটা মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। কথাসাহিত্যে সেই উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে প্রয়োজন কাহিনি, চরিত্র ও সংলাপ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও রাজশেখর বসু গল্পকথকের আপন চিন্তাভাবনায় কাহিনি বর্ণনা, চরিত্র চিত্রণ ও সংলাপ মুখরতার গুণে 'ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়' (১৮৪৭-১৯১৯) 'কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়'-দের মতো গল্পকারদের থেকে পৃথক স্থানের অধিকারী।

গ্রন্থঋণ-

১। চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ - বাংলা ছোটোগল্পের ক্রমবিকাশ, আনন্দময়ী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৫ সাল।

২। চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ - প্রভাতকুমারের শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্প, বামা পুস্তকালয়, ২০১৩।

৩। দত্ত, অজিত - বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস, দেজ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩।

৪। দাস, সঞ্জীব - পরশুরামের গল্প : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরূপ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ।

৫। দাশ, শিশিরকুমার, - বাংলা ছোটোগল্প, ৫ ম সং, দেজ পাবলিশিং, ১৪১৪ সাল।

৬। পরশুরাম গল্পসমগ্র - এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা: লি: নতুন সংস্করণ, ২০০৩।

৭। ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু - প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প, ১ম সং, রত্নাবলী, ২০০৪।

৮। মিত্র, সরোজমোহন - বাংলায় গল্প ও ছোটোগল্প, ১ম সং, তুলসী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

A COLLECTION OF ESSAYS

Based on the papers presented in the UGC sponsored National Level Seminar organized by sree Chaitanya Mahavidyalaya Habra on November 13th 14th 2014

Milton Berle has wonderfully summed up our venture with his inimitable words "Laughter is an instant vacation". In our recently accomplished UGC sponsored National Level Seminar on **Hasyarasa : Sahitye, Manche o Chalochitre - Humour : Effect in Literature, Stage and Screen** organized by the Departments of Bengali and English, Sree Chaitanya Mahavidyalaya in collaboration with Banipur Loka Utsab, held on November, 13th -14th, 2014 we evoke the lines by Berle as a very relatable quote. This tome is a bouquet of collected essays by the eminent Resource Persons and scholarly papers presented by the learned delegates, academicians, research scholars and students. This volume thus reflects the seminar in a seminal way. We are thankful to all who have extended their hands to make the seminar a splendid success.

Sree Chaitanya Mahabidyalaya
P.O. Habra-Prafullanagar, Dist North 24 Parganas, PIN - 743268
www.sreechaitanyamahavidyalaya.ac.in

SCRIPT
KOLKATA

LITERATURE IN THE REALM OF EDUCATION:
A RECIPROCATIVE OVERVIEW

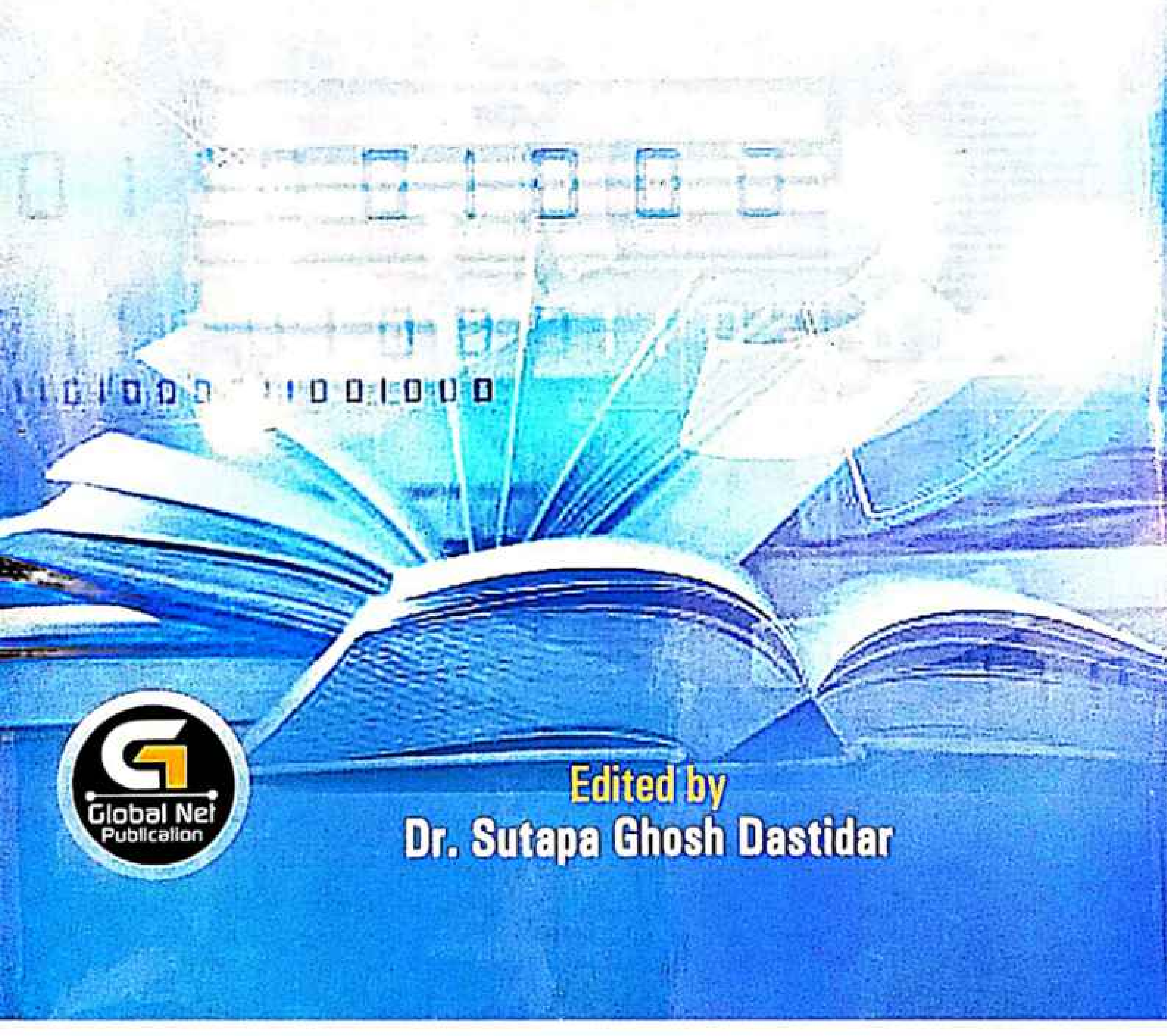

Edited by
Dr. Sutapa Ghosh Dastidar

Global Net Publication

Literature in the Realm of Education : A Reciprocative Overview

Edited by
Dr. Sutapa Ghosh Dastidar

Associate Professor Dept. of History
&
Co-ordinator, Internal Quality
Assurance cell
Barrackpore Rastraguru Surendranalh College

PUBLICATION

GLOBAL NET PUBLICATION
(An Imprint of Asian Humanities Press)
3rd Floor, 4736/23, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi-110002
Ph.: 011-3500 7257, E-mail: globalnetpublication@gmail.com
Website: www.globalnetpublication.com

First Impression : 2023

Publisher : Global Net Publication

(An Imprint of Asian Humanities Press)

3rd Floor, 4736/23 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi-110002
Ph. : 011-3500 7257
E-mail : globalnetpublication@gmail.com
Website : www.globalnetpublication.com

© : Editor

No part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise or stored in a database or retrieval system without the prior written permission of the publisher. The program listings (if any) may be entered, stored and executed in a computer system, by they may not be reproduced for publication.

The publisher has obtained all the information given in the book from sources believed to be reliable and true. However the publishers or its author or illustrator do not take any responsibility for the absolute accuracy of any information published and the damage or loss suffered thereupon.

Online Contact : globalnetpublication@gmail.com
Cover Design : Sanjib Kalita

ISBN : 978-93-89767-36-0

Printed at : Ador Graphics, India

Price : Rs. 800/-

CONTRIBUTORS

Dr. Debaprasad Sarkar	Associate Professor, Barrackpore Rastraguru Surendranath College
Dr. Puspa Bairagya	Associate professor, Barrackpore Rastraguru Surendranath College
Dr. Abdullah	Assistant Professor, Barrackpore Rastraguru Surendranath College
Dr. Ramesh jadyav	Assistant Professor, Maharani Kashiswari College
Dr. Bikram Kr Shaw	Assistant Professor, Barrackpore Rastraguru Surendranath College
Dr. Satyendra Pandey	Assistant Professor, Barrackpore Rastraguru Surendranath College
Dr. Kaju Kumari Shaw	Assistant Professor, Kazi Nazrul University
Dr. Joydip Chandra	Librerian, Barrackpore Rastraguru Surendranath College
Dr. Pijush Nandi	Assistant Professor, Barrackpore Rastraguru Surendranath College
Dr. Jyotsnasish Ghosh	Assistant Professor, Barrackpore Rastraguru Surendranath College
Papiya Ghosh	Assistant Professor, Barrackpore Rastraguru Surendranath College
Sohom Roy Chowdhury	Assistant Professor, Shimurali Sachinandan College of Education
Tushar Ranjan Bhowmick	Assistant Professor, Barrackpore Rastraguru Surendranath College
Priya Biswas	Assistant Professor, P.N. Das College
Arun Kumar Dutta	Assistant Professor, Barrackpore Rastraguru Surendranath College
Suvashree Roy Chowdhury	Assistant Professor, Barrackpore Rastraguru Surendranath College
Maran Bandhu Majumder	Assistant Professor, Barrackpore Rastraguru Surendranath College
Mohidul Islam	Assistant Professor, Barrackpore Rastraguru Surendranath College
Dr. Diti Roy	State Aided College Teacher, Barrackpore Rastraguru Surendranath College
Suvamoy Konar	State Aided College Teacher, Derozio Memorial College
Sutapa Ghosh	State Aided College Teacher, Barrackpore Rastraguru Surendranath College
Hindol Palit	State Aided College Teacher, Barrackpore Rastraguru Surendranath College
Mithun Chowdhury	State Aided College Teacher, Dumdum Motijheel Rabindra Mahavidyalaya
Susri Bhattacharya	State Aided College Teacher, Barrackpore Rastraguru Surendranath College
Chandranai Sanyal	State Aided College Teacher, Barrackpore Rastraguru Surendranath College
Pranatosh Nandi	State Aided College Teacher, Barrackpore Rastraguru Surendranath College
Ritaban Bhattacharya	State Aided College Teacher, Barrackpore Rastraguru Surendranath College
Payel Manna	State Aided College Teacher, Barrackpore Rastraguru Surendranath College
Arpita Bose	State Aided College Teacher, Sree Chaitanya Mahavidyalaya
Sourav Bera	State Aided College Teacher, Barrackpore Rastraguru Surendranath College
Ruhul Amine Mondal	State Aided College Teacher, Dr. B. R. Ambedkar Satabarshiki Mahavidyalaya
Paulami Chakraborty	State Aided College Teacher, Netaji Nagar College For Women
Sutapa Basudhar	State Aided College Teacher, Barrackpore Rastraguru Surendranath College
Apurba Nandi	State Aided College Teacher, Rishi Bankim Chandra College for Evening

CONTENTS

Bengali Section 08-154

Chapter 1 : অনিশ্চয়তার সন্ধানে এক নাট্যকার ঃ ব্রাত্য বসুর কৃষ্ণগহ্বর পাঠ ও অনিশ্চিয়তার নিশিযাপন— হিন্দোল পালিত

Chapter 2 : আড়ালের রাজনীতি এবং নারীবাদ প্রসঙ্গঃ মল্লিকা সেন গুপ্তের কবিতা 'দ্রৌপদিজন্ম— পাপিয়া ঘোষ

Chapter 3 : জীবন সরকার এর ছোটো গল্প ঃ প্রকৃতি ও তার চিত্রন— অর্পিতা বোস

Chapter 4 : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক ঃ একটি ভিন্ন পাঠ— ডঃ পুস্পা বৈরাগ্য

Chapter 5 : নবরূপে কালকেতুঃপ্রসঙ্গ রুদ্র প্রসাদ চক্রবর্তীর নাটক ঃ 'ফুল্লকে তুরপালা'— শুভময় কোনার

Chapter 6 : নারীত্ব-ভাবনার আলোকে সমসাময়িক বাংলার পুনর্বিবেচনা-মাইকেল মধুসূদন ও তার দৃষ্টিকোণ— সোহম রায় চৌধুরী

Chapter 7 : পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রের ধর্ম ও শিক্ষা— তুষার রঞ্জন ভৌমিক

Chapter 8 : পাছে লোকে কিছু বলে ঃ কবিতার আঙিনায় নারীবাদ— সুতাপা ঘোষ

Chapter 9 : পাটের গানে হেটোবই— সৌরভ বেরা

Chapter 10 : ব্যক্তির মনন থেকে সাহিত্যের কথন ও উনিশ শতকের শিক্ষার অন্তর্বস্তু-প্রসঙ্গ মানকুমারী বসু— ডঃ পীযুষ নন্দী

Chapter 11 : বালক রবি থেকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ— ডঃ দিতি রায়

Chapter 12 : বাংলা সাহিত্যের দুটি কালজয়ী উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে ঃ আধুনিক সমাজে যৌনকর্মীদের অবস্থান— মিঠুন চৌধুরী

Chapter 13 : বিভূতিভূষণের তিনটি ছোট গল্পের পুনর্পাঠ ঃ প্রকৃতি আর অখ্যাতির আড়ালে থাকা মানুষের উপাখ্যান— রুহুল আমিন মণ্ডল

Chapter 14 : রবীন্দ্র কথা সাহিত্যে নিম্নবর্গের নারী— পৌলমী চক্রবর্তী

Chapter 15 : সমাজ দর্পণে কলঙ্কিনী রাতবালারা— সুতপা বসুধর

Chapter 16 : সংস্কৃত গল্প সাহিত্যের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা— ডঃ দেবপ্রসাদ সরকার

Chapter 17 : সৈকত রক্ষিতের উপন্যাসে নারী ঃ একটি পর্যালোচনা— অপূর্ব নন্দী

Chapter 18 : 'সোনা হয়ে জ্বলে ধূলিকণা'-আলেভিচের স্মৃতিচেতনা— সুশ্রী ভট্টাচার্য

Chapter 19 : স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মচেতনা আধুনিক ভারত— ডঃ দেবপ্রসাদ সরকার ও প্রিয়া বিশ্বাস
Chapter 20 : শাস্ত্র বিরোধী দু-এক কথাঃ গল্পহীনতায় গল্প আয়োজন— অরুণ কুমার দত্ত
Chapter 21 : শ্রীরামপুরত্রয়ীঃ বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে নবচিন্তা— চন্দ্রানী সান্যাল

English Section 155-206

Chapter 22 : Contribution of ancient literature in imbuing values and education across agessuvashree– Roy Chowdhury
Chapter 23 : Education through Literature: Perspective of Library– Dr. Joydip Chandra
Chapter 24 : Effect of Yogasnas on Academic Performance in Relation to Educational stress in college student– Dr. Jyotsnasish Ghosh
Chapter 25 : Literature is an excellent educator of children– Sri Pranatosh Nand
Chapter 26 : Mother Tongue as a Medium of Instruction: Possibilities and Challenges– Maran Bandhu Majumder
Chapter 27 : Significance of Sufi Literature in Bengali Folk Culture: PIR Ekdil Shah Kavya– Mohidul Islam
Chapter 28 : The Makoto Shinkai Project: Anime as Education, Awareness and Entertainment– Ritaban Bhattacharya
Chapter 29 : The Significant Contribution of Urdu Journalism in India's Freedom Struggle: An Analysis– Dr. Abdullah

Hindi Section 208-233

Chapter 30 : मार्क्सवादी विचारधारा, साहित्य और यथार्थ : यशपाल के संदर्भ में- डा. रमेश यादव
Chapter 31 : मल्लिका सेनगुप्ता की कविता का आत्मबोध- पायल माना
Chapter 32 : राष्ट्रीयता के संदर्भ में भारत-भारती का रचनात्मक समीकरण- डा. विक्रम कुमार
Chapter 33 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन एवं यूनौतियां- डा. सत्येन्द्र पाण्डेय
Chapter 34 : साहित्य और नारीवाद- डा. काजु कुमारी साव

CHAPTER-17

সৈকত রক্ষিতের উপন্যাসে নারী ঃ একটি পর্যালোচনা

অপূর্ব নন্দী
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ ফর ইভিনিং

বর্তমান সময়ের একজন ব্যতিক্রমী ঔপন্যাসিক সৈকত রক্ষিত (জন্ম ১৯৫৪)। পশ্চিমবঙ্গের পিছিয়ে পড়া জেলা পুরুলিয়াকে কেন্দ্র করেই তাঁর জীবন ও সৃজন। এ যাবৎ তাঁর লেখনীতে প্রায় বিশ খানেক উপন্যাস পাঠক সমাজে ডানা মেলেছে। তাঁর উপন্যাসগুলি মনন ঋদ্ধ পাঠকের কাছে সমাদৃতও। অজানা, অচেনা, অনালোকিত, অনালোচিত মানুষজনের বেঁচে থাকার মরণপণ লড়াই উঠে এসেছে লেখকের রচনায়। পেয়েছি পুরুলিয়ার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় জীবন ও সংস্কৃতি। স্বভাবতই তাঁর কলাকুশলীরা পিছিয়ে পড়া, প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিম্নবর্গের মাটি ঘেঁষা মূলবাসী। এই প্রান্তিক মানুষগুলির কোন রং নেই। এদেরই জীবন আলেখ্য বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসের পাতায়। উপন্যাস মানব সংসারের খণ্ড খণ্ড বাস্তব চিত্রের পরিবেশক। সৈকত রক্ষিতের উপন্যাসে তা ধ্রুব সত্য। তাঁর বেশ কিছু উপন্যাসে পুরুষের পাশাপাশি নারীর উজ্জ্বল উপস্থিতি চোখে পড়ে, যেমন 'আমপাত চিরি চিরি', 'ধূলাউড়ানি'। যেগুলিতে কথাকারের অনন্য সৃষ্টিতে সমাজে নারীর বৈচিত্র্যময় সহাবস্থান বা বেঁচে থাকার কঠিন লড়াইয়ের বাস্তব চিত্র উপস্থাপিত।

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেক পুরুষ, অর্ধেক নারী— একে অপরের পরিপূরক। বিধাতার এমনই মহান সৃষ্টি। যুগের প্রয়োজনে নারী একসময় সমাজের উচ্চ স্থানে বিরাজিত, পরবর্তীতে আবার নারী-পুরুষের বৈষম্য ক্রমশ প্রকটিত হয়েছে। প্রকৃতির নিয়মে মানব সভ্যতাতে উভয়েরই ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুও নারী। আধুনিক বিশ্বে 'নারী' পুরুষের সমকক্ষে থাকার সার্বিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। নারী আপন পথ খুঁজে চলেছে। তারই খণ্ডচিত্র সৈকত রক্ষিতের উপন্যাসগুলিতে প্রতিষ্ঠিত। ঔপন্যাসিকও বলছেন— "আমার গল্প-উপন্যাসে, নারী মুখ্যত শ্রীময়ী হয়েই বিরাজ করে, কোথাও কোথাও নেহাতই ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে, আমি তাদের চরিত্র চিত্রণের স্বাধীন অবস্থানকে গুরুত্ব দিই, তাদের ভাষা, ভাবনা ও কণ্ঠ স্বরকে খর্ব করতে প্রয়াসী হই না। সমাজের কে কি ভাববে, কী বলবে, কার সংস্কারে আঘাত করবে, কথাকার হিসেবে দুঃসাহসের সীমা লঙ্ঘন করেছি কিনা, এসব নিয়ে আদপেই ভাবিত নই। এ সত্যও উল্লেখ্য যে সমাজ এখনো তাদের প্রতিকূল বলেই নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পুরুষের তুলনায় অধিকতর কঠোর। কখনো কখনো তা বড় মর্মস্পর্শীও। ব্যাপক অর্থে নারীকে আজ আর ততটা স্নেহশীলা জননী ও মাতৃত্বের প্রতিরূপ হয়তো বলা চলে না। তবু স্ত্রী চরিত্রের প্রতি আমার মন বেশি চেতনা কাতর হয়ে থাকে।"

সৈকত রক্ষিতের লেখা উপন্যাস 'আমপাত চিরি চিরি', (উপন্যাসটির কোন গ্রন্থরূপ নেই, 'পুনর্বসু' পত্রিকা ১৯৯১ এ প্রথম প্রকাশিত হয়) যার কেন্দ্রে আছে ঝুমুর নাচের নর্তকী, ঝুমুর গানের গায়িকা রবন। অল্প বয়সী মাতৃহীনা রবনের বেড়ে ওঠার ইতিহাসই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। কুমারী নদী আর জঙ্গলঘেরা খড়িদুয়ারা গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ, ফাল্গুন মাসের সময় বেছি অর্থ উপার্জনের আশায় বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে কৃষি শ্রমিকের কাজে চলে যায়

এই গ্রামের অনেকেই, যাদের এককথায় 'পুইবা' বলা হয়। এখনকার পরিযায়ী শ্রমিক। এ রকম আবহে রবনের ছোটবেলা বড়বেলায় উত্তীর্ণ হয়। ছোট রবন গ্রামের রাস্তায় কোন নাচুয়ার দল বা ঝুমুরের দল পেরিয়ে যেতে দেখলে তৎক্ষণাৎ ঘরের ভিতর থেকে ছুটে এসে রাস্তায় দাঁড়ায় সবার আগে। ঝুমুরের প্রতি আকর্ষণই তাঁর জীবনের পথ বদলে যায়। রবনের এই নেশা তাকে ঝুমুর শিল্পীতে পরিণত করেছে।

খড়িদুয়ারা ছেড়ে অ-সাঁওতাল মনোহরের সঙ্গে পালানোর কারণে রবনের জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। রবনের বঞ্চিত, অপমানিত, দৈহিক-মানসিক নির্যাতনের গল্প দেখি উপন্যাসে। দেখি নানা দুর্ভোগের মধ্যেও সাঁওতাল জীবনে ফিরে আসার অসম্ভব আকুতি। নারীর বেঁচে থাকার কঠিন লড়াই। রবন-মনোহরকে নিয়ে ষোলআনা বসে, বিধান দেয় সুন্দরী রবনকে গ্রামের কয়েকজন 'নাচ-খেলা, গান-বাজনা শিকাবেক'। এইসময় গ্রাম্য নারীর প্রতিবাদী রণমূর্তি রবণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। যা তৎকালীন গ্রাম্য পরিবেশে স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। তৎক্ষণাৎ রবন মরচে পড়া পুরানো বল্লম নিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে বিচারকদের উদ্দেশ্যে উন্মাদিনীর মতন প্রতিরোধ করতে গেলে মনোহর ঐ বল্লমটা ছাড়িয়ে নেয়। তথাকথিত পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে সে সময় গ্রাম্য সমাজে প্রচলিত বিচার সভাতে নারীর ক্ষমতায়নের চিত্রটি প্রস্ফুটিত হয়েছে এখানে।

রবনের ঝুমুর শিক্ষা বিভিন্ন ওস্তাদের কাছে, পালা করে এক এক রাতে এক একজনের কাছে থেকে। নাচ, গান বাজনার প্রতি আকর্ষণই রবনকে বারে বারে বাঁচিতে শিখিয়েছে। একদিন নৃত্যরতা রবনকে জনা পাঁচেক ক্ষিপ্ত সাঁওতাল কাঁড় দিয়ে মেরে ফেলে সমাজের কলঙ্ক মুক্ত করতে চেয়েছিল। রবনের নাচের মুদ্রা, মুখের অভিব্যক্তি তাদের ক্রোধকে প্রশমিত করে। আবারও দুপক্ষের সালিশি বসে, নানান ঘটনার শেষে স্থির হয় রবনকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেবে। গ্রামের সালিশি সভার মোড়লদের প্রতি রবনের তীব্র ঘৃণা বারে বারে প্রকাশিত হয়েছে, মনে হয়েছে গায়ের শাড়িটা খুলে তাদের দিকে নিক্ষেপ করতে। পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি রবনের বস্ত্রদান নারী প্রতিবাদের অনন্য রূপটি লেখক দেখাতে চেয়েছেন। ফলত তৎকালীন সমাজে বিচারের প্রহসন, রবনকে কামনা ও ভোগের বস্তুতে রূপান্তরিত করেছে।

পরবর্তীতে দেখি রবনকে নিয়ে গ্রাম ছাড়া হল মদিলাভাই পাঁড়ু। তিন বছর পর ডেকরণের ঝলমলে গোলাপি শাড়ি, মাথায় বলখোঁপা, খোঁপায় ঘুঙুর বসানো কাঁটা, ফিনফিনে ব্লাউজের তলায় ফুলতোলা বডিস, মুখে পান আর প্লাস্টিকের চটি পরা এক অপ্সরাকে সঙ্গে নিয়ে পাঁড়ু গ্রামে নিজের লেখা ঝুমুর গান গায়। গ্রামের সকলেই তাদের চিনতে পারে। সেদিন থেকেই নতুন পোশাক, নাচনি পরিচয়ের সঙ্গে মিলিয়ে 'হাজারী' হল রবন। উপন্যাসের কাহিনীতে রবনের বেঁচে ওঠার ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমেই সমাজে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার চিত্র লেখক উপস্থাপন করতে চেয়েছেন।

সব মিলিয়ে বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন গ্রাম ও সমাজের কলহ, সংঘর্ষ, আপসের প্রেক্ষাপটে রবনের ঝুমুর শিল্পী থেকে খেমটি-নাচনী হয়ে হাজারীতে রূপান্তরিত হয়ে উত্তর যৌবনে উপস্থিত হয়েছে। লেখক রবনের পরবর্তী জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন 'ধুলাউড়ানি' (১৯৯৬) উপন্যাসে। অতীত জীবনকে পেছনে ফেলে চৌদ্দ বছর পর খড়িদুয়ারার পিতৃভূমিতে আবার ফিরে এসেছে রবন। আশ্রয় পেয়েছে মামা যুধিষ্ঠির ও মামী আঁধারী-র কাছে। কিন্তু গ্রামের পরিবেশ, তাঁর প্রতি মানুষের ভালো ব্যবহার, তাঁর নিজের মনের দ্বিধা তাকে বারবারই অস্বস্তিতে ফেলেছে। জীবনে না পাওয়া ভালোবাসাকে মনের মণিকোঠায় জিইয়ে রেখে রবন প্রেম-ভালোবাসা দিতে চেয়েছিল মামাতো ভাই লালমৈনা-কে। তাঁর সুপ্ত গুণে অলৌকিকতায় বিশ্বাসী আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের কাছে সে হয়ে গেল ডাইনি— "হঁ উ ডাইন বটে"।[২] পুত্র স্নেহে অন্ধ আঁধারীও সে কথা সমর্থন করে। ফলে রবনের ভাগ্যে আবারও জুটে লাঞ্ছনা। রবন জীবনে সমাজের দ্বারা ধর্ষিতা, প্রতারিতা, সব শেষে ডাইনি সাবস্ত হওয়া। রবনের জীবনের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে লেখক পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্ধকারময় দিকটি উন্মোচন করেছেন বলেই মনে হয়।

পাশাপাশি এটাও সত্য যে সাহিত্যে জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার প্রচেষ্টা জারী থাকে। উপন্যাসে রবনও হার না মানাকে জিইয়ে রাখার মাধ্যমে পাঠকের মন জয় করেছে। ঔপন্যাসিকের নারী চরিত্র সৃষ্টির সার্থকতা এখানেই।

'সাধুয়ান'কে কেন্দ্র করে দুই পুরুষের দ্বন্দ্ব ঔপন্যাসিক অরণ্যের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করেছেন 'বৃহন' (২০০০) উপন্যাসে। কাহিনীর মূলে আছে সাধুয়ানের বিবাহের দুই বছর বাদেও নিয়মিত সহবাসে লিপ্ত থেকেও সন্তান না হওয়া। সাধুয়ান স্বামীর অক্ষমতাতে অসন্তুষ্ট হয়ে স্বামীর পৌরুষকে আঘাত করে। সাধুয়ান পুরুষতান্ত্রিকতাকে অস্বীকার করে নিজেকে স্বতন্ত্র সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। স্বামী ও সমাজ পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতায় তাকে অবদমন করতে চেয়ে অমানুষিক শারীরিক, মানসিক নির্যাতন করলে সাধুয়ান প্রাণে বাঁচতে আশ্রয় নেই এক আরণ্যক পরিবেশে। সাধুয়ানের নিরাপদ অরণ্যবাসে এক আগন্তুক পুরুষের আবির্ভাব ঘটে, তাদের মধ্যে চলে নানা বাক্ বিতণ্ডা। পুরুষটি সাধুয়ানের প্রতি আকৃষ্ট হয় ক্রমশ। সাধুয়ান প্রথমেই তা প্রত্যাখ্যান করলে পুরুষটি জঙ্গল ছাড়তে প্রস্তুত হয়। এমন সময় সাধুয়ান আর্ত-চিৎকারে ঘোষণা করে 'হামার বড় ডড় লাগছে গো। এত বড় ডুংরিটায় হামি আর একা থাকতে লারব'। শুরু হয় তাদের যৌথ জীবনচর্যা। এক সময় ঐ পুরুষের সুখের পরশে সাধুয়ান গর্ভবতী হয়ে নারীত্বের আস্বাদে আহ্লাদিত হয়।

লেখক সুকৌশলে এমন সময় আর এক পুরুষকে নিয়ে এলেন কাহিনীতে। সাধুয়ানদের যৌথ জীবনে হাজির করালেন খাদ্য সন্ধানী এক বর্বর পুরুষ, সে সাধুয়ানের মধ্যে দেখতে পায় স্ত্রী সম্পদ (অনেকেই নারীকে স্ত্রীধন হিসেবেই দেখতে চায়)। দুই পুরুষের মধ্যে এক নারীকে নিয়ে শুরু হয় মল্ল যুদ্ধ। সাধুয়ানের পুরুষটি বর্বর পুরুষটির শারীরিক শক্তিকে ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসে এবং তার নারীকে শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে চায় না। সাধুয়ান তার এ রূপ আচরণে রুষ্ট, মর্মাহত হয়ে তাকে কটূক্তি ও চপেটাঘাত করে এবং বলে— "নারীর যে নিরাপত্তা দিতে পারে না, প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংহারে লিপ্ত হতে পারে না, পুরুষের সম্পদ হিসেবে নারী কোন ভরসায় তার কাছে যাবে? সে পুরুষ তো নপুংসক। নারীর সঙ্গে লিপ্ত হওয়ারও অধিকার তার নেই। সে এক্ষুনি চলে যাক।" এখানে নীচ স্বার্থান্বেষী নারী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে সাধুয়ান। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অত্যাচারিত হয়ে আরণ্যক জীবনে এক পুরুষ বালোবাসা দিয়ে তার নারীত্বকে পূর্ণ করল। সেই সাধুয়ান এক নিমেষেই পুরুষ সত্তাকে অস্বীকার করতে দ্বিধা করলো না। নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে সাধুয়ানের উন্নতি। এখানেই বর্তমানে বহুল প্রচলিত 'নারীবাদী' দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠিত।

'সিঁদুরে কাজলে' (২০০২) উপন্যাসের গতিপথ ভাদরী মাহাতকে কেন্দ্র করে। তার বিয়ে হয় আদালত মাহাতর সঙ্গে। আদালত মাহাত নপুংসক। অসুখী দাম্পত্য জীবনের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে ভাদরী ঘরের বাগাল শ্রীকান্তের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে শ্রীকান্তের ঔরসে ভাদরী দুই সন্তানের জননী হয়। শ্রীকান্ত-ভাদরী অবৈধ শারীরিক মিলন শিশু পুত্র দেখে ফেলে এবং যদি পিতা আদালতকে এই অবৈধ মেলামেশা বলে দেয় সেই আশঙ্কাতে শিশু ভভকে চরম শাস্তি দিতে গিয়ে দুর্ঘটনাবশত পুত্রকে হত্যা করে। হয়তো তা করতে চায়নি সে, প্রবৃত্তির বশে ও লোকলজ্জার ভয়ে নিজেকে সংবরণ করতে পারেনি। তারপর ভাদরী কন্যা চম্পিকে নিয়ে শ্রীকান্তের সঙ্গে মালথোড় ত্যাগ করে। কিন্তু পুত্র হত্যার অপরাধবোধ তাকে স্বাভাবিক জীবনে অভ্যস্ত করতে পারেনি। কারণ মাতৃত্বের পূর্ণত্ব 'মা' ডাকে, এই মা ডাক ঐ পুত্রের মুখেই প্রথম সে শুনেছে, বাসনা পূর্ণতা পেয়েছে, সে উত্তীর্ণ হয়েছে নারীত্বে।

অল্পদিনের মধ্যে শ্রীকান্তের প্রতি ভাদরীর উদ্দাম প্রেম, যৌনতা হারিয়ে যায়। ভাদরী নিজের ভুল বুঝতে পেরে মালথোড়ে ফিরে এসে স্বামী আদালত, আত্মীয়-স্বজন, গ্রামবাসী সবার কাছে ক্ষমা চায়। অসহায় ভাদরীকে চরম অপমান করে ক্ষমতাবান সমাজ তাড়িয়ে দিয়েছে। জুটেছে চরম লাঞ্ছনা। ভাদরীর ব্যথা, কষ্ট, দুর্দশাকে সমাজ মান্যতা দেয়নি। আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর নিজস্ব স্বাধীনতা, চাহিদা, স্বপ্ন থাকতে পারে তা অবিশ্বাস্য। এ যন্ত্রণা থেকে

মুক্তির বর্তমান বহুল চর্চিত বিষয় নারী আন্দোলন। উপন্যাসে ভাদরী পুরুষের পাশবিক লোলুপতাকে অগ্রাহ্য করে বেঁচে থাকার পথে পাড়ি দিয়েছে ঝুমুরকে সঙ্গী করে। যে ঝুমুর ভাদরীকে ভালোবাসার অন্য জগতে পৌঁছে দিয়েছে, সে অনুভব করেছে নারী সত্তাকে— 'নারী শুধু নারীই। সে পুরুষের সঙ্গিনী নয়, সহধর্মিণী নয়, অর্ধাঙ্গিনী তো নয়ই। আসলে সে পুরুষবীর্য বহনকারিনী আমিষ কৌটোমাত্র এবং এই উপলক্ষেই সে আনন্দদায়িনী, সে সেবাদাসী, সে এমনি আরও বহু কিছুই। আদতে সে কিছুই নয়।'[৫]

নারী মনস্তত্ত্বের নিখুঁত রূপে রূপায়িত 'বিনতা' (বৈশম্পায়ন কহিলেন/২০১৪) চরিত্রটি পাঠককে স্বতন্ত্র নারীর প্রতীকে চির আকৃষ্ট করে বলেই মনে হয়। ছৌনাচের মুখোশ শিল্পী সগর সূত্রধরের বছর ত্রিশের নিঃসন্তান বিনতার পুত্র লাভের কাঙ্খিত জীবনকে কৃচ্ছ সাধনার পথের পথিক করে উপন্যাসে প্রেমেরই জয়গান শুনিয়েছেন কথাকার। বন্ধ্যাত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তির আশায় সগর ও বিনতা হাজির হয়েছে লহরিয়াবাবার আশ্রমে। যেখানে মূলত স্ত্রীরা বন্ধ্যাত্ব মোচনের জন্য আসে। এই আশ্রমেই বিনতা চরিত্রের মাধ্যমে নারী মনস্তত্ত্বের নিখুঁত চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে বলে মনে হয়। লেখক পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে থেকেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের জীবনযাত্রা। তারই ফল প্রসূত বিনতা চরিত্রের নির্মাণ।

ঘটনাক্রমে দেখা যায় আশ্রমে ধর্নারত যুবক বভ্রুবাহন শবরের প্রতি প্রবল আকৃষ্ট হয়ে পড়ে বিনতা। কিন্তু বভ্রু বিনতার ডাকে সাড়া দেয়নি। তবুও কাতর কণ্ঠে বিনতার অনুরোধ— 'হামি ভালবাসা চাই শুধু। ভালোবাসা হামার করুণা। বভ্রু ! এগবার হামার হাত ধর তুমি। এগবার ! শুধু এগবার !' বিনতার বহু চেষ্টার পর বভ্রু তার হাতে হাত রেখেছে, পরবর্তীতে শারীরিক মিলনে সম্মত হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিনতা তাঁর প্রচেষ্টায় সফল হয়েছে। এইখানে আধুনিক নারীর সব বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, সে বুদ্ধিমতী, সচেতন কল্পনাময়ী ও বাস্তববাদী। বলা চলে পুরুলিয়া শহর থেকে বহু দূরে অবস্থিত প্রান্তীয় কাঁশিটাড় গ্রামের বিনতাকে লেখক উত্তর আধুনিক নারীতে উথতীর্ণ করেছেন। সার্থক ঔপন্যাসিকের নারী চরিত্র সৃজনের বিশেষ কৃতিত্ব এইখানেই।

'জয়কাব্য' (২০১৫) উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু জারমণি— যাকে কেন্দ্র করে দুই শবর সহোদরের মধ্যে ঈর্ষা, ষড়যন্ত্র, রক্তপাত। নারীকে জয় করার জন্য উপন্যাসে বর্বর ও হিংস্র যুদ্ধ, বহু স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নষ্ট হয়, বহু মানুষ মারা যায়। নারীকে অনুগত করার প্রচেষ্টা বহুকালের, কারণ পৌরুষের সুখানুভব নারীর অধিকারে। লেখক জারমণিকে নির্দিষ্ট কোন বাঁধনে বদ্ধ করেননি। প্রকৃতির রূপবদলের মতো জারমণির বারে বারে পরিবর্তন হয়েছে কাহিনীতে, উপন্যাসের মূল উপজীব্যও তাই। যা উপন্যাসকে মহাকাব্যিক মাত্রায় উন্নীত করতে সহায়তা করেছে। আপাত নজরে নারী চরিত্র নির্মাণে ঔপন্যাসিকের সার্থকতা এখানেই।

লেখক মানব জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন পুরুলিয়ার জনজীবনকে। তিনি এখনো ছুটে যান সেই অপাঙক্তেয়, প্রান্তিক মানুষগুলির সামনে। তাদের সাথে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে যান লেখক। বারে বারে তাদের জীবনই লেখনীতে স্থান পায়। নারী চরিত্র রূপায়ণে তার অন্যথা হয়নি। সৈকত রক্ষিতের উপন্যাসে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমান সময়ে নারী বা নারীবাদ বহু আলোচিত এবং বিতর্কিত বিষয়ও বটে। উল্লেখিত উপন্যাসগুলি সীমিত ভূখণ্ডের পটভূমিতে রচিত হয়েও নারী চরিত্রগুলি প্রান্তীয় অঞ্চলের চরিত্র থেকে সর্বকালের সর্বজনীন চরিত্রে প্রজ্বলিত হয়েছে। বর্তমান সমাজ ও সময়ের প্রেক্ষিতে যা সাবলীল বলেই মনে হয় আমাদের। আলোচ্য রচনার বর্ধিত পরিসরে সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় সমাজে নারীর ভূমিকা বর্তমান প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান গবেষকদের কাছে অমূল্য সম্পদ হতে পারে বলে মনে হয় আমাদের।

তথ্যসূত্র—

(১) আমি সৈকত রক্ষিত বলছি, সাক্ষাৎকার সংগ্রহ ঃ 'অনুভাব', ১৭ বর্ষ, মার্চ সংখ্যা, ২০১৬, সম্পাদনা, রমা

মণ্ডল, দিল্লী এক্সপ্রেস, নববর্ষ ১৪২৩, আমলাপাড়া, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা, পৃষ্ঠা-৩৫

(২) সৈকত রক্ষিত, 'ধূলাউড়ানি', প্রমা প্রকাশনী, ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা-৭০০০১৭, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা-১১৭

(৩) সৈকত রক্ষিত, 'সিঁদুরে কাজলে', সন্ধ্যা সাহা, ১/১১, গান্ধী কলোনি, কলকাতা-৭০০০৪০, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃষ্ঠা-১৫

গ্রন্থঋণ—

(১) অরূপ পলমল, 'সৈকত রক্ষিতঃ অনুরাগে অনুভবে, (সম্পাদিত) তপতী পাবলিকেশন, ৯/৪ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০২২।

(২) অরূপ পলমল, 'কথাসাহিত্যে সৈকত রক্ষিত', (সম্পাদিত) ডাভ পাবলিশিং হাউস, ৯/৪ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১৩।

(৩) কল্যাণ কুমার সরকার, নারীবাদ, লিঙ্গ রাজনীতি ও নারীর ক্ষমতায়ন, এভেনল প্রেস, ২৫ শে বৈশাখ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ।

(৪) গৌরী শংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অর্ধেন্দু সরকার (সম্পাদিত), বাংলাসাহিত্যে লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ, ১৫ এপ্রিল ২০২০।

(৫) ডঃ বরুণ কুমার চক্রবর্তী, 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ', অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিঃ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ।

(৬) রাজশ্রী বসু, বাসবী চক্রবর্তী (সম্পাদিত), প্রসঙ্গ মানবিবিদ্যা, উরবী প্রকাশন, ২৮/৫, কনভেন্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৪, আগষ্ট ২০১৬।

(৭) সৈকত রক্ষিত, 'ধূলাউড়ানি', প্রমা প্রকাশনী, ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা-৭০০০১৭, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ।

(৮) সৈকত রক্ষিত, 'বৃংহণ', বাগর্থ, পি-২২, আর. এন. এভিনিউ, উত্তরায়ণ, সোদপুর-৭৪৩১৭৮, উত্তর ২৪ পরগনা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০০ খ্রিস্টাব্দ।

(৯) সৈকত রক্ষিত, 'সিঁদুরে কাজলে', সন্ধ্যা সাহা, ১/১১, গান্ধী কলোনি, কলকাতা-৭০০০০৪০, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০১ খ্রিস্টাব্দ।

(১০) সৈকত রক্ষিত, 'বৈশম্পায়ন কহিলেন', সমান্তরাল, কল্যাণ নগর, খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১২, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ।

(১১) সৈকত রক্ষিত, 'জয়কাব্য', পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন সমান্তরাল, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।

(১২) সৈকত রক্ষিত, 'আমপাত চিরি চিরি', 'পুনর্বসু' পত্রিকা, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ।

ABOUT THE EDITOR

Dr. Sutapa Ghosh Dastidar is Associate Professor in History, Barrackpore Rastraguru Surendranath College. She has been teaching here for the last 25 years. She is presently the IQAC Coordinator of the college and member, Governing Body of East Calcutta Girls' College, Kolkata. She is a life-member of Asiatic Society, Kolkata. She has completed her Ph.D from Jadavpur University on FDP grant of the UGC. Her major area of research centres round the marginalized and denotified communities in India. She has publications in reputed journals and edited books. She has completed two research projects funded by the UGC. She has been exerting relentless effort as the Executive Editor of the journal, BRSN Vision, ISSN : 2348-7631 since May, 2017.

ISBN : 978-93-89767-36-0

9 789389 767360

Global Net Publication
Printing Your Needs
Head Office : 3rd Floor, 4736/23, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi-110002
Branch Office : 35 College Row, College Street, Kolkata- 700009
New Delhi | Kolkata | Bangalore | Guwahati
Ph.: +91 80113 49501 :: E-mail: globalnetpublication@gmail.com :: Website: www.globalnetpublication.com

THOUGHTS : ACADEMIC WRITINGS IN LANGUAGES

Chief Editor
Prof. (Dr.) Debasish Bhowmick

Managing Editor
Dr. Laksman Sarkar

Thoughts : Academic Writings in Languages

Chief Editor
Prof. (Dr.) Debasish Bhowmick, Principal
Rishi Bankim Chandra Evening College, Naihati

Managing Editor
Dr. Laksman Sarkar, Librarian

Editorial Board
Dr. Rabindranath Ghosh, Deptt of Bengali (convener)
Dr. A.T.M. Sahadatulla Head, Deptt of Bengali
Mr. Avijit Mandal Head, Deptt of Sanskrit
Prof. Chandranath Adhikari, Head, Deptt of English
Dr. Kalavati Kumari, Head, Deptt of Hindi
Mr. Anindya Chakraborty, SACT, Deptt. of English
Dr. Kushal Chatterjee, SACT, Deptt. of Bengali
for
Rishi Bankim Chandra Evening College, Naihati

Distributor
PROVA PRAKASHANI
Publisher & Book Seller
1K, Radhananth Mullick Lane
Kolkata 700 012

"THOUGHTS : ACADEMIC WRITINGS IN LANGUAGES"
By RBC Evening College
Published by Sudarshan Prakashan, Kolkata. Rs. 400/-

ISBN : 978-93-83659-82-1

Published by
Arpita Mandal
Sudarshan Prakashan
7/1C, Radhananth Mallick Lane
Kolkata 700 012
Mobile : 9433194218

Copyright
Rishi Bankim Chandra Evening College, Naihati
North 24 Parganas, West Bengal

First Published : February, 2023

All rights reseved. No part of this book may be reproduced, stored or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission from the copyright holder.

Distributor:
New Pragati Prakashani
68/69 and 1039 Bakshah Bazar
Nilkhetra, Dhaka-1205, Bangladesh
and
Jnān Bichitra
11, Jaganath Bari Raod
Agartala-799001, Tripura, India

Cover: Shekhar Mondal

Printers:
Laksminarayan Press
T/31/K, Biplabi Barin Ghosh Sarani
Kolkata-700 067

Price : Four Hundred Only.

CONTENTS

চাঁদ বণিকের পালা ঃ নির্মাণ থেকে বিনির্মাণে—ড. রবীন্দ্রনাথ ঘোষ 7

সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় পেশাকেন্দ্রিক ভাষা গবেষণা ও কৃষক সমাজের ভাষা—ড. এ.টি.এম. সাহাদাতুল্লা 17

ঈশ্বরকথা—ড. কুশল চ্যাটার্জী 33

শ্রীমতী হে'—ড. কুশল চ্যাটার্জী 43

রবীন্দ্রমননে হিন্দমুসলিম-ভাবনা ও সম্প্রীতিবোধ—ড. কুশল চ্যাটার্জী 66

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : ভিন্ন দৃষ্টিকোণের আঙ্গিনায়—অপূর্ব নন্দী 80

শ্রীউদ্ধব গীতার সাংখ্য যোগতত্ত্ব—অভিজিৎ মণ্ডল 89

"ঋগ্বেদের মন্ত্রাংশে দার্শনিক সংহতি ও একত্ব ভাবনা"—অভিজিৎ মণ্ডল 98

বাণভট্টের রচনায় চিত্রিত সমাজজীবন—অভিজিৎ মণ্ডল 112

संजीव की कहानियों में नारी—डॉ. कलावती कुमारी 117

मातादीन चाँद पर कहानी में भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था—डॉ. कलावती कुमारी 128

प्रेमचंद और स्त्री : परंपरा बनाम आधुनिकता—डॉ. कलावती कुमारी 134

फैज अहमद 'फैज' और दुष्यंत कुमार की गजलों में हिंदुस्तान की छवि —डॉ. सुनीति साउ 145

People on the margins in the stories of Bibhutibhushan —Chandranath Adhikari 149

Portrayal of Human Life in the select Poems of Jayanta Mahapatra—Anindya Chakraborty 153

UNDERSTANDING RIGHT TO INFORMATION (RTI) ACT, 2005—Dr. Santosh Kumar Tunga 163

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : ভিন্ন দৃষ্টিকোণের আঙ্গিনায়

অপূর্ব নন্দী

SACT শিক্ষক, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ইভিনিং কলেজ, নৈহাটি

উনিশ শতকের বঙ্গসমাজ ইতিবৃত্তের প্রধানতম কাণ্ডারি পণ্ডিত প্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি 'বিদ্যাসাগর' রূপেই জগৎবিখ্যাত। জগতজোড়া খ্যাতির প্রেক্ষাপটে তার অজেয় পৌরুষ, অক্ষয় মনুষ্যত্ব ও সমাজ সর্বস্ব মানসিকতা। যার পশ্চাতে বংশের শোণিত ধারার প্রভাবকে অস্বীকার করা অনুচিত। আজকের দৃশ্যালেখ্যতে সে প্রবাহপথ স্বল্প পরিসরে প্রসারিত করার প্রচেষ্টায় উপনীত।

মানুষের সার্বিক পরিচয় অনুধাবন করতে প্রথমেই জন্মস্থানের পরিবেশ জানা দরকার। রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। যেখানে বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের গৌরবময় সহাবস্থান। মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমা ও হুগলীর আরামবাগ মহকুমার কয়েকটি অঞ্চলের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের পিতার এবং মাতার বংশধরদের বাসস্থান। বিদ্যাসাগরের প্রপিতামহ ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার হুগলীর বনমালিপুর গ্রামে একান্নবর্তী পরিবারে পাঁচ সন্তান নিয়ে থাকতেন অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। ঈশ্বরচন্দ্র তার 'স্বরচিত জীবনচরিত' এ বনমালিপুর সম্বন্ধে বলেছেন- "উহাই আমার পিতৃপক্ষীয় পূর্বপুরুষদিগের বহুকালের বাসস্থান"। একই সময়ে উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত নামে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বীরসিংহে বাস করতেন। বিদ্যালঙ্কারের তৃতীয় সন্তান রামজয়ের সঙ্গে তর্ক সিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা দুর্গা দেবীর বিবাহ হয়। বিদ্যাসাগরের পিতামহ রামজয় ও পিতামহী দুর্গাদেবী। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাসের মাতুলালয় বীরসিংহ গ্রাম। সমসাময়িক পাতুল গ্রামে পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ নামে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাস করতেন। তার জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা দেবীর বিবাহ দেন গোঘাটের এক চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক রামকান্ত তর্কবাগীশের সঙ্গে (চট্টোপাধ্যায়)। গঙ্গাদেবী হলেন ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহী এবং রামকান্ত তর্কবাগীশ মাতামহ। গঙ্গাদেবীর কনিষ্ঠ কন্যা ভগবতী দেবী, ঈশ্বরচন্দ্রের জননী। বনমালিপুর,

বীরসিংহ, পাতুল, গোঘাট গ্রামগুলির সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের পরিবার সংশ্লিষ্ট। সমসাময়িক পূর্বাঞ্চলীয় নবদ্বীপ-সমাজের মত দক্ষিণ রাঢ়ের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খানাকুল বিদ্যাসমাজের প্রতিপত্তি ছিল সর্বাধিক। ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃবংশ ও মাতৃবংশের অনেকেই শাস্ত্রজ্ঞ তার্কিক পণ্ডিত ছিলেন। তাহলে উত্তরাধিকার সূত্রেই ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিদ্যাসমাজের ঐতিহ্য পেয়েছিলেন?

বিদ্যাসাগর- জননীর মাতুলালয় পাতুল এবং বিদ্যাসাগরের মাতুলালয় গোঘাট প্রত্যক্ষভাবে খানাকুল সমাজের অধীন ছিল। মেদিনীপুরের ঘাটাল অঞ্চলেও খানাকুল সমাজের প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। 'ধাতুরত্নাকর' 'স্মৃতিসার' গ্রন্থের প্রণেতা নারায়ণ ঠাকুর (বন্দ্যোপাধ্যায়) খানাকুল বিদ্যাসমাজের এক উজ্জ্বল মুখ। নারায়ণ ঠাকুরের নিজস্ব স্বাধীন মতামত ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার জন্য খানাকুল-সমাজে খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই মনে করেন এ কারণেই খানাকুল সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হয়ে ছিল পরবর্তীকালে। বিদ্যাসাগরের পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের পণ্ডিতরা এই খানাকুল সমাজের ধারাতেই শিক্ষা পান। এই ধারাকে স্বাধীন বিদ্রোহী ধারা বলা চলে। সংশ্লিষ্ট পরিবার বর্গ বৃহত্তর ঘাটাল-আরামবাগ বিদ্যাসমাজের পরিবেশের মধ্যেই প্রতিপালিত হয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের বলিষ্ঠতা, প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি মহৎ গুণগুলি পূর্বপুরুষদের থেকে উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়েছেন বললে ভুল হয় না। বংশ তালিকায় চোখ রাখলেই দেখা যায় পূর্বপুরুষদের বিজ্ঞানসম্মত বিবাহপ্রথার প্রচলন বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে প্রবাহিত। মানুষ তার নিজ বীজে কল্যাণের আকাঙ্ক্ষী। যা বিবাহ প্রথার মাধ্যমেই সম্ভব। বিবাহ দুটি উদ্দেশ্য পরিপূরণ করে- উন্নয়ন ও সুপ্রজনন। উন্নতমানের পুরুষ বীজের সঙ্গে উন্নত মানের স্ত্রী বীজের মিলন ঘটিয়ে উন্নতমানের প্রাণী বা ফসলের আশায় নিরন্তর গবেষণাগারে গবেষণা চলছে। বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে এর ব্যত্যয় ঘটেনি বলেই এমন মহান মানুষটি জন্মের দ্বি-শতবর্ষ পরেও বহুল চর্চিত।

পূর্ব কুলের সুন্দর প্রতিভাগুলি বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক গুণ ও বিপুলা কর্মযজ্ঞের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়। তাঁর স্বাধীন উদ্যোগে প্রবৃত্ত হওয়ার গুণ সমাজসংস্কার কর্মে প্রকাশ পেয়েছে। সমাজের কল্যাণে ঈশ্বরচন্দ্র সদা নিয়োজিত। সমাজের প্রকৃত সেবা তিনি করেছেন। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা

করে সমাজে প্রচলিত মূল প্রথাকে উপড়ে ফেলেছেন। সে সময়ের একজন বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র, তাঁর বৈচিত্র্যময় কর্ম প্রচেষ্টাকে সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধা জানিয়ে বলা যায় সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে বিবাহ ও শিক্ষা আন্দোলনের পুরোধায় ছিলেন বিদ্যাসাগর। এ কাজে তিনি বহু বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হন বহু দিক থেকে। সমাজ সংস্কার আন্দোলনে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো স্বল্প পরিসরে রেখাপাত করা যেতে পারে।

ঈশ্বরচন্দ্র স্বমুখেই বলেছেন সমাজ সংস্কার তার জীবনের 'সর্ব প্রধান সৎকর্ম'। স্বাধীনচেতা মানুষটি সমাজচ্যুতি, লোকনিন্দা, অন্ধ দাসত্বকে অস্বীকার করে জীবনে সর্বশান্ত হয়েও মনুষ্যত্বের একনিষ্ঠ সেবক হয়ে থেকেছেন। পরোপকারী বিদ্যাসাগরের একজেদি মনোভাব, সমাজনিষ্ঠ কর্ম আদর্শকে ব্যবহারিক ও প্রায়োগিকক্ষেত্রে প্রচার করা একবিংশ শতকে খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। শৈশব মনেই বিধবাদের বিবাহের বীজ তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল। বিদ্যাসাগর কলকাতা থেকে ছুটিতে গ্রামে এলে তার বিধবা বাল্য সহচরীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরই তার জীবনের দুর্দশার কথা শুনে দুঃখ পেলেন। সেদিনই তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন—"বিধবাদের দুঃখ মোচন করব, অবশ্যই করব"।

অষ্টাদশ শতকের কৌলিন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহের ভয়াবহ চিত্র বিদ্যাসাগর অনুধাবন করেছিলেন। বেশ কিছু মধ্যবিত্ত পরিবার শাস্ত্র সংস্কার করে বিধবা বিবাহের প্রচেষ্টা করেছিল। তার প্রমাণ দেওয়ান 'কার্তিকেয়চন্দ্র রায়' এবং 'ক্ষিতীশবংশাবলি-চরিত' গ্রন্থে রয়েছে, তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বিদ্যাসাগর দেখেছেন- বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিধবাদের বিবাহ দেওয়ার প্রয়োজন, তা স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁরা বাস্তব ক্ষেত্রে এ কাজ থেকে দূরে থেকেছেন। শেষমেষ অন্তিম ফল শূন্য। ১৮৫২তে বিধবাদের বিবাহের খবর পত্রিকাতে প্রকাশিত হলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে আলোড়ন তৈরি হয়। ইংরেজ প্রশাসকরা উপলব্ধি করেন যে বিধবাবিবাহ আইন সিদ্ধ করা দরকার। কিন্তু সুচতুর ইংরেজ সরকার ধর্ম বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকাতে সমাজের কুসংস্কারের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তবে ল'কমিশনের সেক্রেটারি জে. পি. গ্রান্ট নিজে উদ্যোগী হয়ে প্রধান বিচারপতিদের থেকে বিধবা বিবাহের লিখিত মতামত জানতে চেষ্টা করেন। সে সময় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিধবার বিবাহের খবর প্রকাশিত হলে সমাজপতি,

প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এর বিরোধিতা করেন। এ রকম সন্ধিক্ষণে বিদ্যাসাগর নারীশিক্ষা বিস্তারের কর্ম যজ্ঞ থেকে খানিকটা সরে এসে রচনা করলেন- "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হাওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষক প্রস্তাব" জানুয়ারি ১৮৫৫ সালে। এই পুস্তকে বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্র সম্মত তা তিনি নির্দিষ্ট শ্লোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তৎসময় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, গঙ্গাধর কবিরাজ, মহেশচন্দ্র চূড়ামণি, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, শ্রীরাম তর্কলঙ্কার, ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ, হরি নারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, মুক্তরাম বিদ্যাবাগীশ প্রমুখেরা বিদ্যাসাগরের ব্যাখ্যাকে বিভাজন করেছেন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়, বিধবা বিবাহের বিরোধিতাও করেন। উক্ত পণ্ডিতবর্গ তৎসময় অথচ এর কয়েক বছর পূর্বে এক বাল্য বিধবার বিবাহে সাহায্য করেন। এই দ্বিচারিতার মূল কারণ, তারা জনমানসে নাস্তিকে পরিণত হতে পারেন। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত শিক্ষায় শিক্ষিত বিদ্যাসাগর শিরদাঁড়া সোজা রেখে মনুষ্যত্বের পক্ষে বাস্তব কর্মে সদা জাগ্রত থেকেছেন।

বিধববিবাহ প্রচলিত হাওয়া উচিত কিনা পুস্তকের শুরুতে বিদ্যাসাগর লিখেছেন- "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হাওয়া উচিত কিনা এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে সব্ব অগ্রে এই বিবচনা করা অত্যাবশ্যক যে এ দেশে বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত নাই সুতরাং বিধবার বিবাহ দিতে হইলে এক নতুন প্রথা প্রচলিত করিতে হইবেক। কিন্তু বিধবাবিবাহ যদি কর্তব্য কর্ম না হয়, তাহা হইলে কোন ক্রমেই প্রচলিত হাওয়া উচিত নহে। কারণ কোন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি অকর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন না। অতএব অগ্রে ইহাকে কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা অতি আবশ্যক। কিন্তু যদি যুক্তি মাত্র অবলম্বন করিয়া ইহাকে কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন কর তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকেরা কখনোই ইহাকে কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে, কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করেন তবেই এতদ্দেশীয় লোকেরা কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এদেশে শাস্ত্রই সর্বপ্রধান প্রমাণ এবং শাস্ত্রসম্মত কর্মই কর্তব্য কর্ম। অতএব বিধবাবিবাহ শাস্ত্র সম্মত অথবা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম এই বিষয়ে অগ্রে মীমাংসা করাই আবশ্যক"। (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন, ১৭৭৬ শক)

বিচক্ষণ বিদ্যাসাগর এ দেশের লোকমানস সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে এই মানব সংসারের প্রধান কর্মকে প্রতিষ্ঠা করা জীবনের অন্যতম সৎ কর্ম মনে করেছেন।

অন্যদিকে বিচার-বিবেক-বুদ্ধিহীনরা বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ক পুস্তক পাঠ করেন। তারা বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত যুক্তিকে খণ্ডন করে বিধবাবিবাহের বিপক্ষে পুস্তিকা প্রচার করেন। কয়েকজন মুখোশধারী সমাজপতি হলেন - ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, রামদয়াল তর্করত্ন ও রামধন বিদ্যাবাগীশ প্রমুখ। বিদ্যাসাগর এ রকম দুঃখজনক ঘটনাকে নিজগুণে উপেক্ষা করে নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকেছেন। তবে ঐ সময় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিধবাবিবাহের চেষ্টা করেছেন যথা কৃষ্ণনগর, বারাসাত -এ এবং বিদ্যাসাগরের আন্দোলনকে সমর্থনও করেছেন। তবে বলা যায়, তা ছিল খুবই নগণ্য। সেই সময় বেশ কিছু পত্র-পত্রিকায় বিধবাবিবাহ বিষয়ে ছড়া, গান প্রকাশিত হয়েছিল। তার বেশির ভাগই বিদ্যাসাগরকে পরিহাস করেই। সেই সময় বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন জনগণের শ্বাসপ্রশ্বাস এ জড়িয়ে ছিল। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের পুস্তকখানি প্রাকাশিত হবার পর সমাজের সব স্তরে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন- "বিধবাবিবাহ পুস্তক প্রচারিত হইবামাত্র, লোকে এরূপ আগ্রহ-প্রদর্শনপূর্বক গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে এক সপ্তাহের অনধিক কাল মধ্যেই প্রথম মুদ্রিত দুই সহস্র পুস্তক নিঃশেষ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে উৎসাহান্বিত হইয়া অগ্রজ মহাশয়, আবার তিন সহস্র পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছিলেন; তাহাও অনতিবিলম্বে শেষ হইতে দেখিয়া, পুনর্বার দশ সহস্র পুস্তক মুদ্রিত করেন।" (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাস, বুকল্যান্ড, ১৯৬১ খ্রি.)

পুস্তক বিক্রির যে হিসাব শম্ভুচন্দ্র দিয়েছেন তা অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে। তবে একথা ঠিক যে বিধবাবিবাহের পক্ষে বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রসম্মত যুক্তি বিন্যাস সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তার প্রসঙ্গ রয়েছে অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার একটি সংখ্যায়—"বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার বিষয়ে যেরূপ সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত বিষয় শাস্ত্রানুসারে বৈধ বলিয়া এতদ্দেশীয় লোকের অনায়াসেই বিশ্বাস হইতে পারে। আজ যাঁহারা নিরপেক্ষ যুক্তিপথ অবলম্বন করিয়া বিবেচনা করিবেন, বিধবাবিবাহ এই দণ্ডেই প্রচলিত করা আবশ্যক বলিয়া তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে"। (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৭৭৬ শক, চতুর্থ ভাগ, ১৩৯ সংখ্যা)

বিদ্যাসাগর সমাজপতিদের নোংরা ফাঁদে পা দেননি, তিনি অটল থেকেছেন নিজ সিদ্ধান্তে। শাস্ত্রে অজ্ঞ অনেক পুরুষ মহিলারা স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহিত হয়ে বিদ্যাসাগরকে দেখতে এসেছেন কলকাতায়। তাঁর প্রতি বহু মানুষের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। বহুবাধা উপেক্ষা করে তিনি বিধবাবিবাহকে আইনসিদ্ধ করতে পেরেছিলেন, এই সফলতার পিছনে বেশ কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়- ঈশ্বরচন্দ্র জীবনের শুরুতেই ইংরেজ প্রশাসকদের সুনজরে আসেন, তার অপরিসীম কর্মদক্ষতার সুবাদে। তিনি ইংরেজদের সহায়তাতে শিক্ষা বিস্তারে আমূল পরিবর্তনও ঘটালেন। এই রকম একজন সফল কর্ম পিপাসু মানুষ সমাজের চিরাচরিত ব্যাধিকে বিলোপের যে উদ্যোগ নেবেন তা স্বাভাবিক। ইংরেজ প্রশাসকরা তার মতামত যুক্তিকে মান্যতা দিয়ে বিধবাবিবাহ আইন পাশ করে, সমাজের বিশেষত বিদ্যাসাগরের পাশে থেকেছে। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে এবং সমাজপতিদের অযৌক্তিক তর্ককে খণ্ডন করে বিধবাবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করেন ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে। পুস্তিকার শেষে দেশবাসীর কাছে বিধবাবিবাহের জন্য কাতরভাবে মানবিক আবেদন করেন। তিনি লিখেছিলেন—"হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা, মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমাদ-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে"। এখানে মানবিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিক চিন্তার মেলবন্ধন ঘটেছে বলা চলে। নব যুগের সমাজ সংস্কারকরা যুক্তি, বুদ্ধি, মানব প্রধান চিন্তাকে হাতিয়ার করে সমাজের অন্ধকারে আলো আনতে মনোনিবেশ করেছেন এই শতকে। উনিশ শতকের মানব চিন্তা বিমুখ মানুষকে ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রয়োগ করে সমাজের সংস্কার করতে বদ্ধ পরিকর। তাঁর প্রধান লক্ষ্য সমাজ ও সামাজিক মানুষ। সমাজসংস্কারের জন্য এই মানবিক আবেদন সামাজিক ইতিহাসের এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বা নতুন বস্তু।

শাস্ত্রে অজ্ঞ জনসাধারণও বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তারাও অনুভব করতে পেরেছিলেন যে বিধবাদের বিবাহের জন্য একটা আইন দরকার। শুধু আইন নয় বাস্তবে বিধবাবিবাহের জন্য বিখ্যাত পণ্ডিত মানুষের প্রয়োজন, যিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অর্থ সাহায্য করে

গ্রামাঞ্চলে বিধবাদের বিবাহ দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যাসাগর এই কাজটি করেছিলেন বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে। যদিও কিছু সংস্কারপন্থী মানুষ একাজে বাধার সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তারা ব্যর্থ হন। যা সমাজের ব্যাধি, সব যুগে সমাজের কিছু মানুষ প্রচলিত রীতি-নীতির উর্ধ্বে মনোনিবেশ করেননা বিভিন্ন কারণেই। বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার যজ্ঞে তার অন্যথা হয়নি। তাঁর অদম্য জেদ-ই জয়ী হয়েছে, পরবর্তী সময় তার ফল আমরা পেয়েছি।

বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হলে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিদ্যাসাগরকে উপহাস, কটূক্তি করে বিধবাবিবাহের বিপক্ষে নিজেদের প্রচার করেন। শাস্ত্রীয় বাদানুবাদের কচকচানির উর্ধ্বে বিষয়টিকে সামাজিক ক্রিয়াশীল স্তরে প্রচলন করতে রাষ্ট্রীয় আইন সিদ্ধ করতে প্রয়াসী হন তিনি। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে জন মানসে লোকচেতনার সঞ্চার ঘটে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রায় এক হাজার মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন ভারত সরকারের কাছে প্রেরণ করেন, বিধবাবিবাহকে আইন বদ্ধ করতে। অবশেষে পক্ষে-বিপক্ষে বহু যুক্তি তর্কের পর বিধবাবিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হয় ১৮৫৫ সালের ২৬ জুলাই।

বিধবাবিবাহ আইন সিদ্ধ হবার এক বছর পর থেকেই বিভিন্ন এলাকায় বিধবার বিবাহ শুরু হয়েছিল। সে খবর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল নিঃসংকোচে। এক সময় এই পত্র পত্রিকা বিধবা বিবাহের বিরোধিতায় মুখর ছিল। বেশ কিছুকাল পরে পত্রিকাগুলি বিবাহের বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত করেছিল, তেমনি একটি নমুনা - "রাঢ়ি শ্রেণী অতি প্রধান ব্রাহ্মণ বংশীয় একটি বিধবা কন্যা বিবাহ করিতে সম্মত আছেন। বয়ক্রম ১৭ বৎসর, পরমসুন্দরী, লেখাপড়া অল্প জানেন। ৮বছর বয়ক্রমকালে বিধবা হয়েন ও কন্যার কর্তৃপক্ষরা সম্মত আছেন"। (অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৮ নভেম্বর, ১৮৬৯)

বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন শুরু হয় ১৮৪১-এ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের প্রথম পণ্ডিত রূপে। পরবর্তীতে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক পদে, পরে তিনি অধ্যক্ষ পদও গ্রহণ করেছিলেন। সমাজের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষ, স্বভাবতই তিনি ইংরেজ প্রশাসকদের সুপরচিত। যা সমাজসংস্কার যজ্ঞে অন্যতম সহায়ক। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সমাজের ঘৃণ্য ব্যাধিকে দূর করতে প্রশাসকদের নজরে আনেন। অতি সহজেই তৎকালীন প্রশাসকগণ তার আবেদনে সাড়া দিয়েছেন এবং পরবর্তীতে সমাজের অনান্য ব্যাধিগুলির বিলোপ ঘটেছে।

ভারতবর্ষে তখন অনেক জ্ঞানী-গুণী মানুষ জন্মগ্রহণ করলেও বিদ্যাসাগরের মতো সমাজের প্রতি দয়া কেউ প্রকাশ করেননি। সমাজপতিদের ঘৃণ্য চক্রান্ত-বিদ্রূপকে অনায়াসে সহ্য করেছেন। আপামর জনগণ হয়তো ধর্মশাস্ত্রের যুক্তি তর্ক বুঝতেন না, কিন্তু সব মানুষের প্রয়োজনে কিম্বা মানবিকতার খাতিরে বিধবার বিবাহ যে পুনরায় হওয়া উচিত তা তারা মনে করতেন। সাধারণ জনগণ তাই বিদ্যাসাগরের এই প্রচেষ্টাতে অভিভূত হয়েছিলেন। সমাজের সংস্কারে সবই ছিল কিন্তু তা ধর্মের মোটা আস্তরণে মোড়া, সমাজের সর্বস্তরে গ্রহণ উপযোগী ছিল না। সমাজ সংস্কারের প্রধান হাতিয়ার যুক্তি, বুদ্ধি ও মানব প্রধান চিন্তা। তাই ধর্মশাস্ত্রের যুক্তিও সবার জানা ও মানা প্রয়োজন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই যুক্তিকে জনসাধারণের চোখের আলোয় নিয়ে এলেন। বিচক্ষণ সমাজকর্মী সমাজবোধ থেকে বুঝে ছিলেন সমাজচেতনা ও লোকচেতনা সমাজে বিধবা বিবাহকে আইন সিদ্ধ করতে সহায়তা করবে। তিনি হ্যালিডের উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। তার বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত পুস্তকগুলি বাজারে যে প্রচার পেয়েছিল, তাতে তার বেশ কয়েকবার সহস্রাধিক কপি ছাপতে হয়েছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় বিধবাবিবাহ আন্দোলন সফলতার দ্বারে উপস্থিত হয়েছিল তখনই।

বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ আন্দোলনে যে সফল হয়েছেন তা তিনি বিধবাবিবাহের দ্বিতীয় পুস্তকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিজ্ঞপনে স্বীকার করেছেন। বিধবাবিবাহ যে একটি শ্রেণীর মধ্যে প্রচলন ঘটেছে তার খবর সেকালের পত্র পত্রিকা থেকে জানা যায়। প্রথম দিকে যেসব পত্র পত্রিকা বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করেছিল, সে সব পত্রপত্রিকা এ সময়ে পিছিয়ে পড়া মানুষদের অর্থ সাহায্য করে বিধবা কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করলে বহু বংশ যে রক্ষা পাবে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সমাজ ভয় ও লোকচক্ষুর ভয় যে সব শ্রেণীর মানুষ কাটিয়ে উঠতে পারেনি তা বোঝা যায়। বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ হবার পর সমাজে বিধবাদের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার, ব্যভিচার এমন কি ভ্রূণহত্যাও যে বিলুপ্ত হয়েছিল তা বলা যায় না। একশ ভাগ বিধবার যে বিবাহ হচ্ছে বর্তমান সমাজে তাও বলা যায় না, তাহলে আমরা সংকীর্ণ পঙ্কিল মানসিকতাতে আবদ্ধ? সমাজের রক্তচক্ষু থেকে এখনো যে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে ব্যর্থ তা বলা যায়। তবে বর্তমানে অল্প কিছু উৎকৃষ্ট উদাহরণ সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সে বৃত্ত পরিপূর্ণ করতে

হয় তো আরও একশ বছর আতিবাহিত হবে বলে আমাদের অভিমত। উত্তর দ্বি-শততম জন্মবর্ষের পরও ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এভাবেই বেঁচে আছেন। এবং থাকবেনও মণিকোঠায় অক্ষয় সমাজসংস্কার বিধবাবিবাহ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

১। অমিয় কুমার সামন্ত, বিদ্যাসাগর, কলকাতা, প্রগেসিভ পাবলিশার্স, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ২০১২
২। ইন্দ্র মিত্র, করুণা সাগর বিদ্যাসাগর, আনন্দ পাবলিশার্স, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, ১৯৯১
৩। বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ১৭ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা-৭২, প্রথম ব্ল্যাকসোয়ান সংস্করণ ১৪১৭
৪। সুবোধ চক্রবর্তী সম্পাদনা, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, কামিনী প্রকাশলয়, নবীন চন্দ্র পাল লেন, কলকাতা—০৯, আশ্বিন ১৪২৩।

বাঙালি এবং বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ড. পীযুষ নন্দী
ড. পুষ্প বৈরাগ্য

বাঙালি এবং বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সম্পাদনা

ড. পীযুষ নন্দী

সহকারি অধ্যাপক

ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

ড. পুষ্প বৈরাগ্য

সহযোগী অধ্যাপক

ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

Bangali Ebong Bangla Bhasa Sahitya O Sanskriti
edited by Pijush Nandi & Puspa Bairagya
Published by Blossom Books

© অধ্যক্ষ, ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

ISBN : 978-93-92522-08-6

প্রথম প্রকাশ : ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

প্রকাশক :

ব্লুজুম বুক্স
১, বীর অনন্তরাম মণ্ডল লেন, সিঁথি
কলকাতা - ৭০০০৫০
চলভাষ : ৯৮৩৬৮২১১২৫ / ৯৮০৪১৩৫৭২৫
Email : blossombooks17@gmail.com
Website : www.alpanapublishers.com

বর্ণসংস্থাপক :
অ্যাডওয়েভ কমিউনিকেশন, কলকাতা-৭০০০৩৬

মুদ্রক :
ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্টিং
কলকাতা

দাম 295.00

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, এলেকট্রিক বা অন্য কোনো) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। বিজ্ঞাপন ও সমালোচনার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা শিথিলযোগ্য।

সূচিপত্র

'সেলিনা হোসেনের পোকামাকড়ের ঘরবসতি' : আঞ্চলিক ভাষার অনন্য রূপায়ণ ১১
ড. মণিকা সাহা

বাংলা সাহিত্যে রাজনীতিবিদ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অবদান ২০
রিম্পা ঘোষ

আশাপূর্ণা দেবী-একটি অন্য জীবন ২৫
রিমনি য়ারা খাতুন

সাতের দশকের নতুন ধারার উপন্যাসে আদিবাসী জীবনের প্রতিবিম্বন ৩১
ড. ঋষিপ্রতিম ঘোষ

বাংলা কথাশিল্পের সেকাল একাল ৩৬
ড. কৃষ্ণা ঘোষ

অমর মিত্রের ছোটোগল্পে দেশভাগের রক্তক্ষরণ ৪০
ড. পিয়ালি দে মৈত্র

স্বাধীনতা উত্তর নির্বাচিত ছোটগল্পে অবহেলা ও উপেক্ষার নানা রূপ ৪৪
অপূর্ব নন্দী

স্বাধীন বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও উৎসব: একটি সমীক্ষা ৪৯
ড. বিপুল চন্দ্র বেপারী

সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' ছবিতে স্বাধীনতা উত্তর বাংলা তথা বাঙালির সংস্কৃতি ও আধুনিকতা ৫৮
পাপিয়া ঘোষ

বাঙালির পটচর্চা : বাঙালির দর্পণ ৬৪
সৌরভ বেরা

বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও সমকালীন নারী শিক্ষা ৬৯
মরন বন্ধু মজুমদার

বিমল করের ছোটগল্পে মনস্তত্ত্বঃ প্রসঙ্গ 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন' ৭৪
শুভময় কোনার

শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের সাহিত্যিক অবদান ৭৯
বিশ্বজিৎ রায়

জাতপাতসহ অন্যান্য সংকটের রূপায়ণ এবং হরিশংকর জলদাস ৮৫
ড. মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায়

সুবোধ ঘোষ ও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প : জীবন ও জীবিকার দুটি চমৎকার প্রসঙ্গ ৯৪
অরুণ কুমার দত্ত
বাঙালি নাট্যকার বিরচিত সংস্কৃত ব্যঙ্গনাটিকা; ধরিত্রি-পতি-নির্বাচনম্ ৯৯
মধুরিমা মুখার্জী
উনিশ শতকে 'পুরাণ' - আধুনিক প্রেক্ষণ ও মূল্যবোধের ভাবনায় :
প্রসঙ্গ মানকুমারী বসু ১০২
ড. পীযূষ নন্দী
প্রথম প্রতিশ্রুতির সত্যবতী : মাতৃসত্তা ও ব্যক্তিসত্তার দ্বন্দ্ব ১১০
ড. দেবশ্রী মুখার্জি ও ড. মলি ঘোষ
শিশু অধিকার : রবি ঠাকুরের চোখে ১১৮
ড. সুতপা ঘোষ
নারীবাদী ভাবনায় গণিকাবৃত্তি - নারীর মর্যাদা ও অস্তিত্বের অধিকার ১৩০
সুতপা বসুধর
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার অভিনবত্ব ১৩৮
ড. পুষ্প বৈরাগ্য
সাহিত্য ও প্রকৃতি চেতনার বিকাশ ঃ বাংলা সাহিত্য থেকে একটি পুণঃমূল্যায়ন ১৪৪
ড. দেবপ্রসাদ সরকার
রবীন্দ্রসংগীতে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত ও পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব ঃ একটি আলোচনা ১৫১
ড. দেবপ্রসাদ সরকার ও প্রিয়া বিশ্বাস
Tell-tale Expressionist: The Spontaneous Craft of Shakti Chattopadhyay's Poems ১৬৬
Susri Bhattacharya
Animals In Tagore's Writing : A Review of The Expression of Congeniality & Conceptualisation of Artistic Sense ১৭৬
Sohom Roy Chowdhury
Nostalgia as Emotion : Reading Kalyani Thakur Charal's ANDHAR BIL ১৮৫
Purbasha Mondal
Society-Culture-Literature and R. K. Narayan ১৯৪
Tapas Biswas
লেখক পরিচিতি ২০০

স্বাধীনতা উত্তর নির্বাচিত ছোটগল্পে অবহেলা ও উপেক্ষার নানা রূপ

অপূর্ব নন্দী

সাহিত্যের পাঠক মাত্রই জানেন ছোটগল্প সাহিত্য পরিবারের নবীনতম সদস্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এই সদস্যকে নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে-কখনো আকার-আয়তনে, কখনো বিষয়, চরিত্র আঙ্গিকে। দিন দিন তার পরিসর বেড়ে চলেছে। গল্পকার একটি উদ্দেশ্যকে আভিমুখ করে গল্পের জাল বুনে অভীষ্ট লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হন। ছোটগল্পের বুননে একটি অন্যতম উপকরণ চরিত্র। গল্পকার সব চরিত্রকে সমদৃষ্টিতে গড়তে পারেন না বিভিন্ন কারণে, যথা—ছোটগল্পের বিশিষ্টতায়, রস নিষ্পত্তির স্বার্থে বা পাঠকের স্বার্থে। স্বভাবতই কিছু চরিত্র থেকে যায় অবহেলিত ও উপেক্ষিত, বিশেষ করে 'ছোটগল্প' এ। যেহেতু 'ছোটগল্প' আধুনিক বৈচিত্র্যময় জীবনের প্রতিচ্ছবি। আধুনিক জীবনের সমস্যাকে কেন্দ্র করে বারে বারে ছোটগল্পে এসেছে অবহেলিত ও উপেক্ষিতরা। যদিও স্তরভেদে উপেক্ষা ও অবহেলার রূপ ভিন্ন ভিন্ন। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের ধারায় এই রকম অবহেলিত ও উপেক্ষিতর সংখ্যা অগণিত। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেনাপাওনা' গল্পে নিরুপমা, কিম্বা 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে শৈলবালা, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর 'মহেশ' গল্পে গফুরের জীবন যন্ত্রণা কিম্বা বিভূতিভূষণের 'খেন্তির' ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে তাঁর জীবনকে বিসর্জিত করা প্রভৃতি। অবহেলিত ও উপেক্ষিতরা লেখকের মনোযোগ, সহানুভূতি ও সমবেদনার অপূর্ণতাতেও পাঠক মনে অনাদৃত থেকেছে। গল্পে লেখক বিশেষ কর্ম সম্পাদনের পরই কোনও কোনও চরিত্রকে নিক্রিয় করে রাখেন কিম্বা মূল চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে অনেক অপ্রধান চরিত্রের সৃষ্টি করেন, তাঁর মধ্যে অনেক চরিত্রই অবহেলিত থেকে যায়— 'যারা কিছু দিলে, পেলে না কিছুই'। প্রায় সেরকমই উপেক্ষা ও অবহেলার নানা রূপ স্বীধনতা পরবর্তী নির্বাচিত ছোটগল্পে আছে, যার তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'কাব্যের উপেক্ষিতা' (১৯০৭) প্রবন্ধে উর্মিলা, অনসূয়া-প্রিয়ংবদা ও পত্রলেখাদের কবি কর্তৃক অনাদৃত ও অবহেলিত হওয়ার অভিযোগ করেছেন। তাঁর সৃজিত এ রকম অবহেলিতদের সংখ্যা অনেক। এখন প্রশ্ন সংখ্যার আধিক্য অনাধিক্যের নয়। প্রশ্ন গল্পকারদের এ ধরণের সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা কোথায়? একটু বড়ো করলে বলতে হয় অবহেলা ও উপেক্ষা কি পাঠকের স্বার্থে না স্রষ্টার স্বার্থে। এ বিষয় নিয়েই আজকের কাটা ছেঁড়া— 'স্বাধীনতা উত্তর নির্বাচিত ছোটগল্পে অবহেলা ও উপেক্ষার নানা রূপ'।

স্বাধীনতা উত্তরকালে ছোটগল্পের বিষয়, আঙ্গিক, প্রকরণে অদ্ভুত বৈচিত্র্য দেখা গেল। যার প্রেক্ষাপটে আছে বিশ শতকের চারের দশকের সমাজের রাজনৈতিক টানাপোড়েন,

আর্থিক দূরবস্থা, রুটি-রুজির সংস্থান। এই রকম অচলাবস্থাতে একঝাঁক গল্পকার তাদের গল্পের ডালি নিয়ে হাজির হলেন। গল্পের বিষয় হল অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষজন, মধ্যবিত্ত পরিবার, শোষিত শ্রমিক শ্রেণী। এই বিষয়গুলি স্বাধীনতা পরবর্তী ছোটগল্পে ভিন্ন ভিন্ন রূপে চিত্রিত হয়েছে; যেগুলি পাঠকের হৃদয়ে দাগ কেটেছে। তেমনি কয়েকজন গল্পকার— নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ। এখন আমরা উপরিউক্ত লেখকদের গুটিকয়েক ছোটগল্পে অবহেলিত ও উপেক্ষিতরা কীভাবে ফুটে উঠেছে তা এই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

➧ নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৭-১৯৭৫)

স্বাধীনতা উত্তর নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের পারিবারিক ও মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করে তাঁর রচিত অন্যতম ছোটগল্প 'এক পো দুধ'। স্বাধীনতা পরবর্তী উদ্ভূত-অর্থনৈতিক বিপর্যয়, ব্যাঙ্ক বন্ধ, দৈনন্দিন ব্যবহৃত জিনিসের দাম বৃদ্ধি ইত্যাদি সমস্যার মধ্যে জীবন ধারণ ও যাপন এ গল্পের বিষয়। বিনোদের ছোট পরিবারে পাঁচজন সদস্যের দুধ খাওয়াকে কেন্দ্র করে গল্পের বিস্তার। গল্পের ক্লাইম্যাক্স এ দাম্পত্য কলহ, হাতাহাতিতে রূপ পায়। স্ত্রী লতিকা, স্বামী বিনোদকে সন্তান ও শিক্ষিত বেকার যুবক দেওর এর সম্মুখে অশালীন ভাষায় গালাগালি করতে দ্বিধা বোধ করেননি। সংসারের যে মানুষটি অর্থের সংস্থান করে তাকে এ ধরণের অপমান এক রকম অবহেলার নামান্তর। এ অবহেলা তৎকালীন নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারের অবক্ষয় ও মূল্যবোধ হীনতারই প্রতিচ্ছবি।

উপেক্ষার অন্য চিত্র 'সেতার' গল্পে। গল্পের মূলে স্বামীপ্রেম। নীলিমা অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসা খরচ জোগাতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়া থেকে বঞ্চিত থেকে গান ও সেতারের টিউশন শুরু করে। সে রোজগারহীন সংসারের হাল ধরেছে, দুই ভাইবোন ও শ্বশুরের মুখে অন্ন তুলে দিয়েছে। কিছুদিন পর অসুস্থতা কাটিয়ে সুস্থ সুবিমল নীলিমাকে 'বাঈজী' বলে উপহাস করেছে। তাই বলতেই পারি নীলিমার স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও কর্তব্যবোধের টানে সব জলাঞ্জলী দিয়েও তার প্রাপ্তি উপহাস আর উপেক্ষা। তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ কর্তৃক নারী অবহেলার সার্থক রূপায়ণও বটে।

গল্পকারের 'চড়াই-উৎরাই' গল্পে উচ্চবিত্ত শ্রেণী দ্বারা নিম্ন শ্রেণীর অবহেলার চিত্র দেখিয়েছেন। বন্ধু অসিতের বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে কল্যাণ এক খণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলী ও এক গোছা রজনীগন্ধা নিয়ে হাজির হয়। বিয়ে বাড়ীতে সে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা পায়নি। অসিতের পিতা সামান্য লেখক আখ্যা দিয়ে কল্যাণের প্রতি বিরক্তি ও অবজ্ঞা প্রকাশ করে। বিয়ে বাড়ীতে যা খাবারের আয়োজন তাতেও সে অভুক্ত থেকেছে। তবু সব সহ্য করে ফেরার পথ ধরে যখন, তখন যেহেতু সে গাড়ী আনেনি সেহেতু ট্যাক্সিতে যাবার খরচ হিসাবে বন্ধু অসিত নিমন্ত্রিতদের সম্মুখেই পকেটে দু টাকা গুঁজে দেয়। অসিতের এ হেন আচরণে কল্যাণ হতবাক ও অপমানিত হয়। এ অপমান উচ্চবিত্তের আভিজাত্য দ্বারা নিম্নবিত্তের অবহেলা নয় কী।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' গল্পের মোতালেফ এবং তাঁর দুই স্ত্রী মাজু খাতুন ও ফুলবানুকে নিয়ে সম্পর্কের দোলাচলতা অবহেলিত মুসলিম সমাজেরই চিত্র। লেখকের 'চোর' গল্পেও অবহেলিত নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের কথায় প্রাধান্য পেয়েছে।

➧ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০)

স্বাধীনতা পরবর্তী ছোটগল্পকারদের মধ্যে 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়' অসামান্য শিল্পী। তাঁর 'কালাবদর' (১৯৪৮) গল্প গ্রন্থের অন্যতম ছোটগল্প 'টোপ'। ''সভ্য জগতে থেকেও একদল অর্থের বিলাসে মগ্ন, প্রভুত্বে অহংকারী মানুষের আদিম বৃত্তির চরিতার্থতার জন্য শিকার — বিলাসের আবরণে অমানবিক আচরণ''— গল্পের মূল ভাব। গল্পকার প্রথমেই ব্যক্তিগত পার্সেল এ উপহার স্বরূপ জুতো আসার ঘটনা দিয়ে গল্প শুরু করেছেন। এরপর ফ্ল্যাশব্যাকে আট মাস আগের এক বিচিত্র শিকার কাহিনী বর্ণনা করে গল্প শেষ করেছেন। রাজাবাহাদুরের অমানবিক সামন্ততান্ত্রিক আচরণ প্রকাশ পেয়েছে, শিকার ধরার জন্য বিচিত্র মানব শিশুকে টোপ ব্যবহারের মধ্যে — পুঁটলিটা যেন জীবন্ত অথচ কি জিনিস কিছু বুঝতে পারছি না। এ নাকি মাছের টোপ, কিন্তু কি এ মাছ — এ কীসের টোপ'। যে মানব শিশু তারই স্টোরকীপারের মাতৃহারা সন্তান। গল্পে রাজাবাহাদুরের হিন্দুস্থানী কীপারকে শহরে দরকারী কাজে পাঠিয়ে, সেই সুযোগে তার সন্তানদের রুটি, বিস্কুট, পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে বশ করেছে এবং সুযোগ বুঝে টোপ ব্যবহার করেছে। এ রকম কুৎসিত কাজ করার অধিকার রাজাবাহাদুরের আছে কি? সে উচ্চ শ্রেণীর, রামগঙ্গা এস্টেটের প্রধান; তাই তারা সব রকম অমানবিক কাজ করতে পারে। তাদের হাতেই সব ক্ষমতা। তাহলে মাতৃহারা শিশুদের কি বাঁচার অধিকার নেই? আছে, সমাজের উচ্চবিত্তদের অবহেলা ও উপেক্ষার ছায়ায় বেঁচে থাকতে হবে।

➧ সমরেশ বসু (১৯১৮-১৯৭০)

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে শারদীয় 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর নিজের কথায় শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প 'পাড়ি'। সমাজের অবহেলিত শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক-মজুর সম্প্রদায়, বঞ্চিত শোষিত মানুষদের জীবন সংগ্রাম প্রাধান্য লাভ করেছে তাঁর লেখনিতে। 'পাড়ি' গল্পে দেখেছি অবহেলিত নিম্ন শ্রেণীর এক দম্পত্তির জীবন সংগ্রামের চিত্র। পৌরসভার ধর্মঘটী শ্রমিক দম্পতি ধর্মঘটের মধ্যে সামান্য রোজগারের আশায় জীবনকে হাতে নিয়ে একপাল শুয়োরকে এ পাড় থেকে ওই পাড়ে নিয়ে যাওয়ার বর্ণনা। বঞ্চিত দম্পতি কর্মের মহত্ত্বকে উপলব্ধি করে পশু প্রেমে সদা জাগ্রত থেকেছে। আষাঢ়ের ভরা গঙ্গা বক্ষে কঠিন পরিস্থিতিতে তারা জীবন সংগ্রামে উত্তীর্ণ হয়েছে। এ তো সেই পরিচিত মালিক কর্তৃক শ্রমিকের বঞ্চনা, অবহেলার জীবন্ত উদাহরণ।

'কিমলিস' গল্পে আছে কারখানার শ্রমিকদের বস্তি জীবনের করুণ জীবন সংগ্রাম। কারখানার শ্রমিকদের নেতা বেচন। কারখানার ম্যানেজার — পরিমাণে কম, এবং খারাপ

রেশন দেওয়া, বেশি দাম নেওয়া ইত্যাদির বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ করেছে। বেচন মালিকের বিষ নজরে পড়ে, জেল খাটে কিছুদিন। জেল জীবন কাটিয়ে বেচন বাবা-মায়ের কাছে বস্তিতে ফিরে আসে। বেচনের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন ঘটে। বাড়িওয়ালা কালিকাপ্রসাদের সন্দেহ, বেচন কমিউনিস্ট হয়ে ফিরে এসেছে। স্ত্রী ঝুনিয়াও তাকে ভয় করে, কাছে আসে না। বস্তির বাড়িওয়ালা কালিকাপ্রসাদ তাদের বস্তি থেকে তাড়িয়ে দেবার হুমকি দেয়। কিছুদিন পর কারখানার মালিক শ্রমিক ছাঁটাই শুরু হয়। বহু শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ে। বেচন কর্মহীন শ্রমিকদের সমবেত করে, অন্যায় রুখে দেবার চেষ্টা করে। গল্পে বঞ্চিত ও অবহেলিত ও উপেক্ষিতরা যে সবসময় ব্রাত্য থাকে না, সেই সত্যকে এই গল্পে লেখক প্রতিষ্ঠা করেছেন।

➧ মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬)

মহাশ্বেতা দেবী এমন একজন গল্পকার, যাঁর গল্পের বিষয় সুবিধাভোগীদের দ্বারা অবহেলিত, নিষ্পেষিত সমাজের অন্ত্যজ বা পিছিয়ে পড়া মানুষজন। এই রকম প্রসঙ্গের আলোয় আলোকিত কয়েকটি গল্প হল 'সাঁঝ সকালের মা', 'সমাজবাদ বাবুয়া', 'বায়েন' ইত্যাদি।

প্রাচীন বেদেদের অবহেলা ও উপেক্ষার বাস্তব জীবন আলেখ্য তাঁর 'সাঁঝ সকালের মা' গল্পটি। অবহেলা ও উপেক্ষার ভিন্ন রূপ দেখি এ গল্পে। সাধনের জন্মদাত্রী জটেশ্বরী ধর্মের ছলনার আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে, পুত্রকে একটু অন্ন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার দুরন্ত আশায় এক নিষ্ঠুর জীবন বেছে নেয়। আশ্রয়হীন জটেশ্বরী শেষে আশ্রয় নেয় এক সন্ন্যাসীর কাছে। পুলিস তাকে কটু কথা শুনিয়েছে, সমাজের চোখে সে খারাপ মেয়ে। বাধ্য হয়ে সে সন্ন্যাসিনীর রূপ নিয়ে সতীত্ব বাঁচাতে চেষ্টা করে। তাই বলতেই পারি সমাজ কর্তৃক উপেক্ষার কারণে জটেশ্বরী শক্তিময়ী মায়ের আচরণ করতে গিয়ে সে হারিয়ে ফেলে তার প্রেয়সী সত্তা।

লেখিকার 'সমাজবাদ বাবুয়া' গল্পে উচ্চশ্রেণী কর্তৃক সাঁওতাল শ্রেণীর মানুষদের শোষিত, শাসিত, ও অবহেলার নিখুঁত বিবরণ আছে। অবহেলা যখন চরম শিখরে পৌঁছায় তখন তারাও প্রতিবাদী হয়ে উঠেন। সেকথা লেখিকা গল্পে সুকৌশলে পরিস্ফুট করেছেন।

'বায়েন' গল্পে অবহেলিত ডোমশ্রেণীর কাহিনী আছে। গল্পের মূল চরিত্র চণ্ডীদাসীকে কেন্দ্র করে। এই নিম্ন শ্রেণীর মহিলার আত্মত্যাগের বর্ণনা সব মানুষের চোখে জল এনে দেয়। সে অবহেলিত শ্রেণীর হয়েও সকল শ্রেণীর পাঠককে মুগ্ধ করে। এ কৃতিত্ব মহাশ্বেতা দেবীর।

সামগ্রিক আলোচনার শেষে বলতে পারি, নির্বাচিত ছোটগল্পগুলিতে বিভিন্ন রূপে অবহেলার ও উপেক্ষার ছবি চিত্রিত হয়েছে। গল্পগুলিতে লেখক অবহেলিত ও উপক্ষিতদের বিভিন্ন কারণে সৃষ্টি করেছেন, যেমন দাম্পত্য সম্পর্কের দোলাচলতা, সমাজের উচ্চবিত্তদের দ্বারা নিম্নবিত্তের শোষণ। গল্পকে পরিণতি পর্যায় যে উত্তীর্ণ করতে গল্পকারকে নিখুঁত

পরিকল্পনা করতে হয়। চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে পাঠক মনে রস আস্বাদন করানো লেখকের মনোবাসনা থাকে। স্বভাবতই লেখক তাঁর কলমে গল্পের পরিপূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য অবহেলিত ও উপেক্ষিতদের নিয়ে আস্তে বাধ্য হন, যা গল্পে শৈল্পিক অবয়ব সৃষ্টি করে। আর তাই পাঠকমহলে লেখক ছোটগল্পকার অভিধায় অভিহিত হন। সুতরাং এক কথায় বলা যায়, লেখকের এই অবহেলা ও উপেক্ষা কোন বিশেষ শ্রেণীর বা কোন চরিত্রকে উদ্দেশ্য করে নয় গল্পের সামগ্রিক রস নিস্পত্তি ও পাঠকের স্বার্থেই, যা অনেকাংশে অনিবার্যও বটে। স্বাধীনতা পরবর্তী আরও অনেক গল্পে অবহেলিত ও উপেক্ষিতরা বর্তমান, যেগুলি এই ক্ষুদ্র আলোচনাতে অনালোচিত থেকে গেল, যা গবেষণার বিষয় হতে পারে বলে মনে হয়।

গ্রন্থঋণ :

১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ প্রকাশনী।
২. মহাশ্বেতা দেবী গল্প সমগ্র, দে'জ প্রকাশনী।
৩. বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্প, প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (২য় খণ্ড), পুস্তক বিপণি।
৪. সুমিতা চক্রবর্তী, ছোটগল্পের বিষয় আশয়, পুস্তক বিপণি।
৫. সরোজমোহন মিত্র, বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প, প্রজ্ঞা বিকাশ।
৬. শিশিরকুমার দাস বাংলা ছোটগল্প, দে'জ প্রকাশনী।
৭. অশোককুমার মিশ্র, বাংলা ছোটগল্পের রূপরেখা (১৮৮৪-২০১৬), জয়দুর্গা লাইব্রেরী।
৮. সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ, প্রজ্ঞা বিকাশ।
৯. তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২০০০ সাল পর্যন্ত), প্রজ্ঞা বিকাশ।
১০. ** অতিথি শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র ইভিনিং কলেজ*

BLOSSOM BOOKS
publishers

KOLKATA -700050, WEST BENGAL
Phone: 9804135725 / 9836821125

অতঃপর...

সমাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

A Peer-Reviewed Multi-disciplinary Academic Journal

একাদশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা | মার্চ ২০২০

ISSN: 2394-7098

অতঃপর

সমাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা
A Peer-Reviewed Multi-disciplinary Academic Journal
ISSN: 2394-7098

একাদশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা | মার্চ ২০২৫

সম্পাদক
সাইদুর রহমান

আড়াইমারী, কে. ডি. পাড়া, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৪৮
এবং
৬/৩৫ চিত্তরঞ্জন কলোনি, দেশবন্ধু রোড, যাদবপুর, কলকাতা- ৭০০০৩২

ATAHPAR...
A Peer-Reviewed Multi-disciplinary Academic Journal
ISSN: 2394-7098
11th Year, 1st Issue, March 2025
Mobile No.: 8371823813, 9734582238
Email ID: atahparpatrika@gmail.com

লেখাসত্ত্ব ও বানান সংস্কার: ©লেখক
প্রবন্ধে কুম্ভীলকবৃত্তির মতো ঘটনা ঘটলে তার দায় সংশ্লিষ্ট প্রাবন্ধিকের। এজন্য সম্পাদক বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

উপদেষ্টামণ্ডলী
উদয়কুমার চক্রবর্তী, সুচেতনা চট্টোপাধ্যায়, ছন্দম চক্রবর্তী

সম্পাদকমণ্ডলী
আমিনা খাতুন, আরজিনা খাতুন, কৃষ্ণকুমার সরকার, বিবেকানন্দ হোড়, হাসনারা খাতুন, মুগ্ধ মজুমদার

সম্পাদক: সাইদুর রহমান
সহ-সম্পাদক: রাকিব

প্রচ্ছদ ও বিন্যাস: সাইয়াকুল সেখ

প্রকাশক: জিনাতারা খাতুন, গ্রাম: আড়াইমারী, পোস্ট: কে. ডি. পাড়া, থানা: লালগোলা, জেলা: মুর্শিদাবাদ, পিন: ৭৪২১৪৮, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

মূল্য: ৬৭৫/- টাকা

সূচি

পর্ব: এক

মধ্যযুগের রোমান্টিক প্রণয়কাব্য 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল': বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা
হুমায়ুন কবির ১১

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সুফি ভাবনা ও লোকায়ত চেতনা
গোলাম মইনুদ্দিন ২০

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মধ্যযুগীয় কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী: একটি পর্যালোচনা
ফটিক চন্দ্র অধিকারী ৩০

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য: আধুনিক সমালোচনা-তত্ত্বের দর্পণে
গণেশ যোদ্দার ৩৯

গীতগোবিন্দম্ কাব্যে শ্রীরাধা: নায়িকাপ্রধান আখ্যান
উৎসব চৌধুরী, ড. দেবাশিস ভট্টাচার্য ৪৯

পর্ব: দুই

বাংলা উপন্যাসের আখ্যান কাঠামোয় নিরীক্ষণ (Focalization) এর বিশেষ ভূমিকা
মৌমিতা দাস ৫৫

বিভূতিভূষণের *আরণ্যক*: প্রান্তিক ও ব্রাত্য জীবনের এক নিবিড় আলেখ্য
ড. লিটন মিঞা ৬৬

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে বৈদেশিক জীবন পরিসর: নির্বাচিত কিশোর উপন্যাস
উদয় বাগদি ৭৩

তারাশঙ্করের সাহিত্যে ইতিহাস-চেতনা
সুনীল মণ্ডল ৮১

নিঃসঙ্গতার দ্বিরালাপ, দুই উপন্যাস
সুচরিতা রায় ৮৮

দেশজ রীতির ভাষা: প্রেক্ষিত তিস্তাপারের বৃত্তান্ত
অলি আচার্য ৯৬

শিল্প-শ্রমিকের 'সংঘাত': প্রসঙ্গ দিব্যেন্দু পালিতের *সংঘাত* উপন্যাস
মৌলিকা সাজোয়াল ১০৬

জটিল সহাবস্থান ও সমস্যাজর্জরিত বিচিত্র জীবনের আখ্যান: প্রসঙ্গ বাণী বসু-র *তিমির বিদর*
মহ. সাইয়াকুল সেখ ১১৪

সমরেশ মজুমদারের নির্বাচিত উপন্যাসে নারী: চেতনার স্বরূপ ও বহুমুখী উত্তরণ
অনামিকা মজুমদার ১২৩

জাতপাত-অস্পৃশ্যতা থেকে 'মুক্তি'র অভিমুখে যাত্রা: প্রসঙ্গ অনিল ঘড়াই-এর উপন্যাস 'ডুমুর'
সন্দীপ নস্কর ১৩১

সৈকত রক্ষিতের বিশ শতকের উপন্যাস: লোকসাহিত্যের আলোকে
অপূর্ব নন্দী ১৩৯

বিমল লামার *নুন চা* উপন্যাসে মাতৃভূমি ও মাতৃত্ব লড়াই: একটি নিরীক্ষণ
হাসনারা খাতুন ১৪৭

আনসারউদ্দিন এর 'হেঁশেল জীবন':মৃত্যুই যেখানে নারীর মুক্তি
ড. আঞ্জুমান লিপি ১৬১

গুণময় মান্নার *শালবনি*: লোকায়ত জীবনাখ্যানের আলোকে
সুতনু দাস ১৭০

মাতৃত্ব থেকে যোদ্ধা, এক বৈপ্লবিক উত্তরণ: *মা* ও *হাজার নদী গ্রেনেড*
সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য্য ১৭৯

একুশ শতকে নারীর অবস্থানগত স্বরূপ: প্রসঙ্গ সিজার বাগচীর নির্বাচিত উপন্যাস
বিউটি রক্ষিত ১৮৬

মুর্গাঝুঁটির লাল ধুল উপন্যাস: প্রান্তীক মানুষের কথকতা
ড. চাঁদমালা খাতুন ১৯৪

ধীবরপল্লীর জীবনচিত্র: তাকাযি শিবশঙ্কর পিল্লাইয়ের *চিংড়ি*
ড. মৌসুমী পাল ২০২

পর্ব: তিন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জামালযাদেহ'র ছোটোগল্প: মানবিক গুণাবলী ও নৈতিকতার পাঠ বিচার
মিজানুর রহমান ২১১

বৌদ্ধ ইতিহাসের বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায় *অগ্নিদাহোদ্ধারে*
সুনন্দা মণ্ডল ২২০

নারী মনের রূপোন্মোচনে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটোগল্প
শর্মিষ্ঠা পাল ২৩০

গল্পে চিত্ররচনা: কমলকুমার মজুমদার
ড. কুহেলী ঘোষ ২৩৭

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে সম্প্রীতি ও সংকট: প্রসঙ্গ দেশভাগ
মৌসুমী পাত্র ২৪৪

মতি নন্দীর ছোটোগল্পে অসুখ
সম্বিত বসু ২৫২

দেবেশ রায়ের নির্বাচিত ছোটগল্প: অন্ত্যজ মানবের আত্মরক্ষার বৃত্তান্ত
মাধব মণ্ডল ২৫৮

দলিতের স্বর ও যন্ত্রণা: প্রসঙ্গ যতীন বালার ছোটোগল্প
রিয়াঙ্কা দেবনাথ ২৬৫

সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের গল্পভুবন: লোকবৃত্তির শিল্পসৌন্দর্য
বাবলী বর্মন ২৭৩

মুক্ত চেতনার আলোকে: শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্পভুবন
মধুরিমা দাস ২৮১

শোষিত মানুষের জীবনচিত্র: প্রসঙ্গ স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটগল্প
মল্লিকা বর্মন ২৮৬

মনোরঞ্জন ব্যাপারীর ছোটগল্প প্রসঙ্গ: রিকশাচালকের বিড়ম্বিত জীবন আখ্যানের পর্যালোচনা
অনিন্দিতা কর্মকার ২৯৩

নব্বইয়ের দশকের বাংলা ছোটগল্পে সমাজ-সংস্কৃতির স্বরূপ: প্রেক্ষিত বিশ্বায়ন
প্রশান্ত শীল ৩০০

প্রচেত গুপ্তের ছোটগল্প: সমকালীন নাগরিক মধ্যবিত্ত মনন ও সংকটের কানাগলি
রাকিব ৩০৮

Reclaiming Women's Authority: Sarat Chandra's Rebel Female Characters and the Feminist Narrative of The *Mahabharata*
Poulami Das Bairagya ৩১৯

Humayun Ahmed's Short Stories: Aesthetic Arrangement of Continuity
Alok Acharja ৩২৭

পর্ব: চার

মধুসাহিত্যে আত্মবীক্ষার দর্পণ
ঐশীপ্রমা ভৌমিক ৩৩৪

নেপথ্যচারী কবি বনফুলের কবি-ভাবনা ও বিষয়বৈচিত্র্য
সত্যম কর্মকার ৩৪০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় শিশু কথা
তাপস মণ্ডল ৩৫০

চিত্রকল্পের আরশিতে নির্বাচিত আধুনিক বাংলা কবি ও কবিতা
ড. মৌসুমী পাল ৩৫৭

রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'র গতিপথ: একটি পর্যবেক্ষণ
সুতৃষ্ণা সরদার ৩৬৬

উৎপল দত্তের 'রেভলিউশনারি' থিয়েটার চিন্তায় রাজনৈতিক বীক্ষা
ড. অমর ভাণ্ডারী ৩৭৩

ব্রাত্য বসুর সিনেমার মতো নাট্য: আধুনিক মধ্যবিত্তের মানব সম্পর্ক
টানাপোড়েনের যন্ত্রণা একটি জ্বলন্ত তথ্যচিত্র
চাঁদ কুমার দাস ৩৮১

পর্ব: পাঁচ

বাংলা ভাষার সঙ্গে ফারসি ভাষার সম্পর্কের ইতিহাস
ওসমান গনি ৩৯০

বাংলাদেশের চাকমা ভাষার সাংস্কৃতিক রূপরেখা ও বাঙালি সংস্কৃতির সম্পর্ক: একটি পর্যালোচনা
এলিসন চাকমা ৩৯৯

অসম্পূর্ণ বাক্যের বাগর্থতাত্ত্বিক পর্যালোচনা
সুপ্রিয়া বিশ্বাস ৪০৯

বাঙালি মুসলমান নারীর মানস নির্মাণ ও রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
সেরিনা খাতুন ৪২৪

উনিশ শতকের ব্রাহ্মসমাজে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব ও কেশবচন্দ্র সেন
শিলাদিত্য সাহা ৪৩১

'মুকুল': বাংলা ইস্কুলের গল্পের এক উজ্জ্বল অধ্যায়
ড. সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, লোপামুদ্রা পাল ৪৩৭

উনিশ শতক: শিশু-কিশোরের বিজ্ঞান শিক্ষা ও 'সখা' পত্রিকা
পুষ্পেন্দু নস্কর ৪৪৭

উদ্বোধন পত্রিকার গোঁড়ার কথা
দূর্বাদল দে ৪৫৭

জীবনের *সুপ্রভাত*-এ কমল অন্বেষণ
ইমাদুল আলি ৪৬৫

পর্ব: ছয়

'এশীয়বাদ' তত্ত্বের প্রয়োগে ও নিরিখে চীনের সাংস্কৃতিক জীবন এবং পারফরমেন্স
অদ্রিজা ভট্টাচার্য ৪৭৩

সাবিত্রী রায়ের *স্বরলিপি*: 'দ্বিধার বাধা পার হয়ে'
ড. প্রীতম চক্রবর্ত্তী ৪৮২

ভ্রমণসাহিত্যে কুম্ভমেলা: বৈচিত্র্য ও ঐক্যের মেলবন্ধন
প্রীতি দাস ৪৯২

তামিল সাহিত্য ও শিল্পকলায় রামায়ণী ঐতিহ্য
মর্জিনা খাতুন ৪৯৯

স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে নমঃশূদ্র সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী: প্রসঙ্গ ১৯০৫ সালের আন্দোলন
ড. সুজিত মণ্ডল ৫০৮

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী কার্যকলাপ: রাজনৈতিক ডাকাতি (১৯০৬-১৯১৭)
শুভঙ্কর গায়েন ৫১৭

সংবাদপত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তা থেকে একটি গ্রন্থগার গড়ে ওঠার ইতিহাস:
প্রসঙ্গ বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী
ড. তৃপ্তি মজুমদার ৫২৬

অযোধ্যা পাহাড়ের শিকারের সেকাল- একাল: সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ভূমিকা
শিবু মাঝি ৫৩২

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নারীর ভূমিকা
জগন্নাথ বর্মন ৫৪০

সৈকত রক্ষিতের বিশ শতকের উপন্যাস: লোকসাহিত্যের আলোকে

অপূর্ব নন্দী*

বর্তমান সময়ের একজন ব্যতিক্রমী কথাশিল্পী সৈকত রক্ষিত। রাঢ় বাংলার প্রান্তিক জেলা পুরুলিয়াকে কেন্দ্র করেই তাঁর বেড়ে ওঠা। দক্ষিণবঙ্গের পুরুলিয়ার এক প্রান্তীয় গ্রামে, ইকোনমিক স্ট্যাটাস শূন্য পরিবার তথা ছোট ব্যবসায়ী পরিবারে ১৯৫৪খ্রিস্টাব্দে ঔপন্যাসিকের জন্ম। পিতা সুধাংশু রক্ষিত, মাতা সম্পূর্ণা রক্ষিতে'র কনিষ্ঠ সন্তান সৈকত রক্ষিত। যে পরিবারে পূর্ব প্রজন্মের কেউ প্রথাগত ধারায় শিক্ষিত ছিলেন না, আর সাহিত্যচর্চা তো দূরের কথা। এক রকম শূন্য থেকে তাঁর সাহিত্য-জীবনে পথ চলা শুরু। স্কুল জীবনেই লেখকের লেখালেখির হাতেখড়ি, তখন থেকেই লেখক হওয়ার স্বপ্ন দেখা শুরু। তিনি লিখে চলেছেন সত্যিকারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সমাজের সত্যকে উপলব্ধি করতে সত্যের অনুসন্ধানী হয়ে লেখক বেছে নিলেন ভ্রাম্যমান জীবনযাত্রা। পুরুলিয়ার একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়িয়েছেন ক্লান্ত এক পথিক হয়ে। বিভিন্ন অসহায় জনজাতির সঙ্গে মিশে গেছেন, তাদের দুঃখ কষ্ট প্রত্যক্ষ করেছেন। লেখক নিজেও অসচ্ছল পরিবার থেকে বড় হয়েছেন, তাই সহজেই অত্যাচারিত মানুষের আর্তনাদকে উপলব্ধি ও অনুধাবন করেছেন। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবার থেকে লেখকের বড়ো হওয়া, আর পিছিয়ে পড়া দক্ষিণবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার দারিদ্র্য জীবনের বিস্তারকে বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপলব্ধি করা এবং পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করাতেই লেখকের মাতৃভূমিকেন্দ্রিক দায়বদ্ধতার ফসল তাঁর উপন্যাসগুলি। আমাদের আলোচ্য তার বিশ শতকের উপন্যাসকেন্দ্রিক।এই সময় পর্বের উপন্যাসগুলি হল- *আকরিক* (১৯৮৪ খ্রি.), *হাড়িক* (১৯৯০খ্রি.), *আমপাত চিরি চিরি* (উপন্যাসটির কোন গ্রন্থরূপ

---

*গবেষক, বাংলা বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

নেই, *পুনর্বসু* পত্রিকা ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়), *ধুলাউড়ানি* (১৯৯৬খ্রি.), *অক্ষৌহিণী* (১৯৯৬ খ্রি.)।

পুরুলিয়ার কথা বলতে গেলেই মনে আসে পুরুলিয়া জলাভাবের দেশ, লাল মাটির উঁচু-নিচু জমি তথা টাঁড়-ডুংরি-বনভূমির দেশ, সাঁওতাল-কুড়মির দেশ এবং ছৌ-ঝুমুর-নাচনী-খেমটি-বাউল, লৌকিক ছড়া নিয়ে পূর্ণ লোকসাহিত্যের দেশ। লেখক পুরুলিয়া তথা রাঢ়ভূমির বিস্তৃত এলাকায় ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়িয়েছেন। এই ভ্রমণ তাঁকে লেখক হবার স্বপ্নে উত্তীর্ণ করেছে। লিখতে শুরু করেন উপন্যাস, গল্প, কবিতা, ঝুমুর, বাউল গান। যেগুলির কেন্দ্রবিন্দু পুরুলিয়ার বঞ্চিত, শোষিত, অবহেলিত গ্রাম বাংলার নিম্নবর্গীয় মানুষজন। লোকায়ত জীবনের পটভূমিতে সৃষ্ট তার বেশিরভাগ উপন্যাসই। লেখক নিজেও অকপটে বলছেন—

> "আমি লিখি মূলত 'সাবঅলটার্ন'দের নিয়ে। মফঃস্বল শহর, গ্রাম এবং গ্রামজীবন আমার লেখার উপজীব্য। এবং সেটা পুরুলিয়ার। আদিবাসী অধ্যুষিত পুরুলিয়ার এক প্রত্যন্ত গ্রামে আমার জন্ম। আমার পূর্বপুরুষদেরও আদিভূমি এই পুরুলিয়া। গত কুড়ি বছর ধরে জেলার সাঁওতাল-আদিবাসী ছাড়াও বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখছি।"[১]

পুরুলিয়ার শাল, পলাশ, সেগুনের জঙ্গলের অন্ধকারে অবস্থিত বিভিন্ন জনজাতি, তাদের বিচিত্র বৃত্তি, বিচিত্র জীবনযাত্রা এবং জীবন যুদ্ধে বেঁচে থাকার লড়াই বারে বারে উঠে এসেছে ঔপন্যাসিক সৈকত রক্ষিতের লেখনীতে। যা এককথায় পুরুলিয়ার ইতিহাস এবং সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তার লেখনিতে প্রস্ফুটিত হয়েছে পুরুলিয়ার নগণ্য-অবহেলিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনচর্চার ইতিহাস।তিনি আবিষ্কার করেছেন অজানা-অচেনা জনপদ।এই জনপদের মানুষদেরকে সামনে থেকে অন্তর দিয়ে দেখেছেন তিনি। এই মানুষগুলির জীবন-জীবিকা প্রত্যক্ষ করেছেন, উপলব্ধি করেছেন তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। পুরুলিয়ার অনালোকিত জনজাতির উপর আলো ফেলে পাঠকদের দেখিয়েছেন এরা কিভাবে লোকজসংস্কৃতি, বিভিন্ন বিশ্বাস, লোকসংস্কারকে আপ্রাণ টিকিয়ে রাখার জীবন-মরণ সংগ্রাম করে চলেছে। নিজেদের অস্তিত্বকে জিইয়ে রাখার আমরণ চেষ্টার বিবরণ লেখকের কলমে অঙ্কিত বিশ শতকের উপন্যাসগুলিতে। যেগুলি লোকসাহিত্যের অপার খনি।

লোকসংস্কৃতির অবস্তুগত উপাদানগুলির মধ্যে লোকসাহিত্য শাখাটি অনেকটা মানসসঞ্জাত। লোকসাহিত্যের প্রচলিত শাখা-প্রশাখাগুলি হল ছড়া, গীতি, গাথা, কথা, নাট্য, প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধাঁ ইত্যাদি নামে প্রচলিত। ছড়া আবৃত্তি করার বিষয়। কিছু পদ্যে ও কিছু গদ্যে রচিত হয়। সাধারণত পদ্যসাহিত্য গীত হয়ে থাকে। যা কোনো মেলা, পরব বা অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়। নানান কর্মযজ্ঞেও একক বা সমবেতভাবে নর-নারী গীত পরিবেশন করতে অভ্যস্ত। প্রবাদ-প্রবচন-ধাঁধাঁর মূল অবলম্বন বাস্তব জীবনের ব্যবহারিক

শিক্ষা, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার ধারাবাহিক অনুশীলন। লোকসাহিত্যের এই উপাদানগুলি সৈকত রক্ষিতের বিশ শতকের উপন্যাসগুলিতে রন্ধ্রে রন্ধ্রে চিত্রিত হয়েছে।

সৈকত রক্ষিতে'র প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *আকরিক*। জমি অধিগ্রহণ ও উৎখাতের পটভূমিতে বহুস্বরের উত্থানকে কেন্দ্র করে লেখা এই উপন্যাস। পুরুলিয়ার হেঁসাহাতু-কলমা এলাকার মাটির নিচে আছে নানান আকরিক সম্পদ, যা স্থানীয় একঘেঁয়েমি জীবনে লিপ্ত মানুষের কাছে অজানা। আর জানবেই বা কি জন্য, যারা সামান্য ভাত-কাপড় পেলেই খুশি। সুযোগসন্ধানী বেসরকারি ঠিকাদার বাবুদের দৌলতে তারা পাথর ভাঙ্গার জীবিকা খুঁজে পেয়েছে। তারা উৎপাদক থেকে সস্তার শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। ঠিকাদারবাবুরা সাধা সিধা লেখাপড়া না জানা মানুষদের কায়িক পরিশ্রম করিয়ে দিনের শেষে দু'কিলো চাল দিয়ে খুশি করে, শ্রমিকরাও তাতে খুশি হয় তৎক্ষণাৎ।

এলাকাতে বেসরকারি উদ্যোগে সিমেন্ট কারখানার জন্য জমি অধিগ্রহণ এবং সরকার ড্যাম তৈরির জন্য জমি অধিগ্রহণ করলে চাষি পৈতৃক জমিহারা হল। অন্যদিকে জমিতে 'গাড়হা' করার চুক্তিতে ঠিকাদারের প্রতারণায় এলাকার বহু চাষির চাষজমির ভূমিস্বত্বও চলে যায়।একটা সময়ে সহজ সরল মনের লোকগুলি বুঝতে পারে তাদের চাষের জমি ও বাসভূমি ক্ষতিগ্রস্ত, তখন টনক নড়ে তাদের। তারা সরকারের কাছে দরবার করলেও কোন ফল হয় না। সরকারের প্রতিনিধিরা তাদের অসহায়তার সুযোগে নতুনভাবে জোরজুলুম-শোষণ শুরু করে। সরকারের বিভিন্ন সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও বঞ্চিত তারা। রেশনের বিনামূল্যের বরাদ্দ চালও চলে যায় পঞ্চায়েতের বর্বরদের হাতে। শোষণের মাত্রা বাড়তে থাকে। ঠিকাদার ও সরকারের জাঁতাকলে পড়ে মানুষগুলোর প্রাণ যায় যায় অবস্থা।

তারা প্রধান, জমিদার, ঠিকাদার, সরকারের কাছে অভিযোগ জানায়। পরবর্তীতে যথাযথ সরকারী পদক্ষেপ বাস্তবায়িত না হওয়াই তারা সংগঠিত হয়ে ন্যুনতম অধিকারের দাবি জানায়। প্রতিবার তাদের দাবি নাকচ হয়ে যায়। একটা সময় তাদের দীর্ঘদিনের পুঞ্জিত জমে থাকা ক্ষোভ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। এবার তারা নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে চায়, হাজার হাজার কামিয়াদের একই প্রতিবাদের ভাষা— "সোব কামিয়ার এক রা/ঠিকাবাবু নিকলে যা।"[২]

শিল্পায়নের প্রসারে জীবন-জীবিকা ও নানান সমস্যার কথা আছে উপন্যাসে, শুধু সমস্যার কথা আছে তা নয়, আছে সমাধানের রাস্তা, সমস্বরের প্রতিবাদের কথা। উপন্যাসের পরতে পরতে লোকভাষা, লোকসঙ্গীত ও শৈলী বিন্যাস উপন্যাসটিকে অন্য মর্যাদা দিয়েছে। উপন্যাসের প্রায় প্রতি পরিচ্ছেদে লোকসঙ্গীতের স্পর্শ আছে। কখনো শ্রমিকের কণ্ঠে শ্রমসঙ্গীত, কখনো হাটে বা রাস্তায় শিবু গুঁসাই সুর তুলেছে মনের খেয়ালে। খাদানের কামিয়ারাও সমবেতভাবে গান ধরেছে। আলোচ্য উপন্যাসের পাতায় পাতায় লোকসাহিত্যের উপাদানগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। উপন্যাসের তৃতীয়

পরিচ্ছেদে বড় চুনাপাথরের চাংড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে শ্রমিকরা কায়িক শ্রম লাঘব করার জন্য বুলি দিয়েছে—

"লে লিয়ে হ্যাঁত্!
ঘানা ছেনি হ্যাঁত্!
আট্টুকু হ্যাঁত্!
ঘানা ছেনি হ্যাঁত্!
চাঁড়ে চাঁড়ে হ্যাঁত্!
ঘানা ছেনি হ্যাঁত্!"[৩]

পরবর্তীতে আবার বকবকি'র কণ্ঠে শোনা যায়—

"লে লিয়ে অ্যাঁহ্!
ঘানা ছেনি অ্যাঁহ্!
আট্টুকু অ্যাঁহ্!
ঘানা ছেনি অ্যাঁহ্!
চাঁড়ে চাঁড়ে অ্যাঁহ্!
ঘানা ছেনি অ্যাঁহ্!"[৪]

এইভাবেই কঠোর পরিশ্রমে চুনাপাথরের চাংড়াকে হামমার ও ছেনি দিয়ে ভেঙ্গে দেয়। শ্রমিকরা বারে বারে এই বোল পুনরুক্তি করে। *আকরিক* উপন্যাসে শ্রমসঙ্গীতের বহুল ব্যবহার হয়েছে। উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক খুব সুন্দরভাবে গরমেন্ট আর ঠিকাবাবুদের যোগসাজশে চাষি-শ্রমিকদের নাজেহাল অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন সঙ্গীতের মাধ্যমে। বারলাঙ্গার হাটে বাদক গ্রামের শিবু গুঁসাই গান গায়—

"আমার খ্যাত গেল ডব্হা হল
গোরু-হালে কী হবেক?
যমের গাড়হায় সনা তুপা
ডবহা লিয়ে কী হবেক?"[৫]

শিবু গুঁসাই সাপ্তাহিক হাটে হাটে ছড়া কাটে—

" কিঙ্কর খুড়া কানুন বুঝে
ভয় কোরো না পঞ্চাতি
টৌনে গেছে শক্ত কাগজ
জব্দ হবে বজ্জাতি!"[৬]

জমিদাতারা সহজ সরল মানুষ, তাদের মনে কোন মারপ্যাঁচ নাই। তাই শিবু গুঁসাই এর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

"টাকার জমি সিকা ধরিস
গরমেন্টি তুঁই ক্যামন ভাই?
খুড়ি আমার সিধাসাধা

পাটি-পোলোটি সমনো নাই!"[৭]

খাদানের 'কামিয়া লকরা' সুর ধরে কাজ করে, আর ঠিকাদার বাবু সুরের তালে তালে পায়চারি করে—

"বঁধু রাতের বেলি আই-স না আমার ঘরে
মন ক্যামন করে
পাথর ভাইঙে পাথর আইনেছি ঘরে!"[৮]

ঠিকাবাবু কামিয়া শ্রমিকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক না দিয়ে নিজে অধিক উপার্জন করছে খাদানের কর্মী বকবকি'র কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। কামিয়ারা বকবকি'র সুরে গলা দিয়েছে—

"আপনি পাথর বিকে পসা করলে
অ ঠিকাবাবু
হামদে চাটন ভাইঙে সুয়াঙ গেল
পালি না দুধসাবু
অ ঠিকাবাবু ..."[৯]

ঠিকাবাবু সেচ বাঁধ নির্মাণর বেনিয়ম করেছে। এলাকার মানুষদের নজরে এসেছে। তাই শিবু গুঁসাই মাহাতমারার হাটে গেয়েছে—

" পানি
খ্যাতে নাই বাঁধে নাই
কাড়া ডুবে নাই
চুক্তা হাতে দিলে তোবোও গাড়হা দিব নাই!"[১০]

হাড়িক উপন্যাসের ঘটনাস্থল পুরুলিয়ার মানবাজারের অদুরে একটি ছোট্টপাড়া-হাড়িপাড়া, মোট বারোটি হাড়ি পরিবারের বসবাস।এদের প্রধান জীবিকা শুয়োর প্রতিপালন করা। হাড়িরা অতীতে রাজার আস্তাবল দেখাশোনা করত। তাদের কাজ ছিল ঘোড়ার সেবা করা— ঘোড়াকে খাওয়ানো, স্নান করানো, ঘোড়ার গা মালিশ করা। তাই তাদের সহিস বলা হত। এখন সে রাজাও নেই, আস্তাবলও নেই। এখন এরা শুয়োরের প্রতিপালক, এটাই তাদের মূল জীবিকা, অনেক সময় তাদের ধান কাটার ডাক আসে আশেপাশের গ্রাম থেকে। হাড়িপাড়ার গৃহবধূদের জীবিকা হল ধাত্রীর কাজ। নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে প্রত্যেকের নির্দিষ্ট ঘর ধরা আছে। তারা সব বাড়ির সাথে যোগাযোগ রাখে, কোনো বউ গর্ভবতী হয়েছ কিনা ইত্যাদি।

মানভূমের পরব 'রোহিনী' উৎসব, বীরঝাঁপড়ির পরব। এ সময় গান-ছড়া-হেঁয়ালি নিয়ে হাড়িপাড়া মশগুল থাকে। বীরঝাঁপড়ির পরব পয়লা মাঘ অনুষ্ঠিত হয়। 'বীরঝাঁপড়ি' তাদের কুলদেবতা। ঐ দিন কুলদেবতার নিকট হাড়িদের প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা 'মানত' করে। অনেকেই পরের দিন বিবাহের সম্বন্ধ সহ নানান শুভ কাজ শুরু করে সফল হবার আশায়। এ বিশ্বাস হাড়ি পাড়ার সকলেরই। এই বিশ্বাস ও সংস্কার বংশ

পরম্পরায় পালন করে আসছে। হরিবোল মেলার আসর, বাইনাচের আসরের প্রসঙ্গও আছে এই উপন্যাসে।

উপন্যাসে আছে হাড়ি সমাজের বিচিত্র চালচিত্র, আছে দুঃখ কষ্টের হাল-হকিকত, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, হাড়িদের প্রতি সরকারের ঔদাসীন্য, শিক্ষার ব্যবস্থা না করা, আর অর্থনৈতিক অসহযোগিতা। সর্বোপরি উপন্যাসে মানভূমের জীবন্ত ভাষা, লোক উৎসব, লোকবিশ্বাস লোকসংস্কার, লোকায়ত জীবন একত্রিত হয়ে লোকসাহিত্যের অন্য নজির সৃষ্টি করেছে পাঠক মনে।

সৈকত রক্ষিতের লেখা পরবর্তী উপন্যাস *আমপাত চিরি চিরি* যার কেন্দ্রে আছে ঝুমুর নাচের নর্তকী, ঝুমুর গানের গায়িকা 'রবন'। অল্প বয়সী মাতৃহীনা রবনের বেড়ে ওঠার ইতিহাসই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। কুমারী নদী আর জঙ্গলঘেরা খড়িদুয়ারা গ্রামে অত্যন্ত অভাবের আবহে রবনের ছোটবেলা বড়বেলায় উত্তীর্ণ হয়। গ্রামের রাস্তায় কোন নাচুয়ার দল বা ঝুমুরের দল পেরিয়ে গেলে তাদের মাদলের শব্দে রবনই ঘর ভিতর থেকে ছুটে আসে সবার আগে। খড়িদুয়ারা এলাকায় যখন রাতভর ঝুমুর নাচের আসর বসে তখন সে বাবাকে বলে--

"অ্যা বাবা, লাচ দেখতে নাই নিয়ে যাবি?"[১১]

এখান থেকেই তাঁর ঝুমুরের প্রতি টান বেড়েছে, সে পথে ঘাটে, ছাগল নিয়ে যেতে যেতে গুণগুণ করেছে—

"পান লিলি চুন লিলি/ পিরিতি না দিলি..."[১২]

পরবর্তীতে রবনের কণ্ঠে ধ্বনি হয়েছে—

"আমপাত চিরি চিরি নৌকা বেনাইব
এত বড় লদী হামি হেলিকে পেরাইব..."[১৩]

রবন যখন মহুল জঙ্গলে, কুমারীর চরে কাঁধে ঝুড়ি নিয়ে ঘুরে ঘুরে 'পাত-পালহা' কুড়োয় তখন তাঁর মিহি গলায় সাঁওতালি সুরে শোনা যায়—

"ভালা কুলহি রেমা দং এনেঃ কানা
আয়ো বাবা ইঞকিন মানাঞ কানা..."[১৪]

নানান ঘাত-প্রতিঘাত সব মিলিয়ে বিভিন্ন গ্রাম-সমাজের কলহ, সংঘর্ষ, আপসের প্রেক্ষাপটে রবনের ঝুমুর শিল্পী থেকে খেমটি-নাচনী হয়ে হাজারীতে রূপান্তরিত হয়ে উত্তর যৌবনে উপস্থিত হয়েছে। লেখক রবনের পরবর্তী জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন *ধুলাউড়ানি* উপন্যাসে।

ধুলাউড়ানি উপন্যাসটি *আমপাত চিরি চিরি* উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব। অতীত জীবনকে পেছনে ফেলে চোদ্দ বছর পর খড়িদুয়ারার পিতৃভূমিতে আবার ফিরে এসেছে রবন। আশ্রয় পেয়েছে মামা যুধিষ্ঠির ও মামী আঁধারী-র কাছে। কিন্তু গ্রামের পরিবেশ, তাঁর প্রতি মানুষের শীতল ব্যবহার, তাঁর নিজের মনের দ্বিধা তাকে বারবারই অস্বস্তিতে ফেলেছে। উপন্যাসে ঝুমুর শিল্পীদের সম্পর্কে চালু এক হাহাকার মণ্ডিত ঝুমুর গান—

“মানুষ জনম ঝিঙা ফুলের কলি রে
সাঁঝে ফুটে সকালে যায় ঝরি…”[১৫]

হাজারী-রূপে রবনের গান—

“বঁধু বলে দে বলে দে- কিস্যার ছলে
আটে আটে অঙ্গ হামার ধুয়ে দিল জলে।”[১৬]

অক্ষৌহিণী উপন্যাসে ইঁট ভাটার শ্রমিকদের জীবন বাজি রেখে মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাবার সংগ্রামের চিত্র বর্ণিত। শতাব্দী প্রাচীন সহস্র মানুষের জীবন ও জীবাশ্ম যুক্ত ইঁট ভাটার সঙ্গে।প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যাদের হাতে সভ্যতার ইমারত তৈরি হয়েছে, সে ইমারতের ইঁটের গায়ে লেখা আছে সে সব অক্ষৌহিণীদের নাম। যাদের মাথার ঘাম পায়ে পড়ে জমাট হত এক একটি ইঁট। এরা সভ্যতার ধারক ও বাহক, অথচ এরাই সবথেকে বেশি উপেক্ষিত। পুরুলিয়া থেকে মানবাজার রোড ধরে কাটিন পেরিয়ে কংসাবতি নদীর পাড়ে ডুমুরশোল ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাতে ইঁট ভাটাগুলি গড়ে উঠেছে। শ্রমিকরা শেষ নিঃশ্বাস দিয়ে ইঁট ভাটাগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ইঁট তৈরির ভাটা আর শুধুমাত্র ভাটা থাকে না, তা হয়ে উঠে অনন্ত ক্ষুধার অগ্নিকুণ্ড, পেটের ভিতরের জ্বলন্ত ভাটা আর বাইরের ইঁট ভাটা মিলে মিশে একাকার হয়েছে। ভাটা জ্বালাতে খাদিয়াদেরকে পশুর ন্যায় পরিশ্রম করতে হয়। তাই প্রবাদের সুরেই ঔপন্যাসিকের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়-

“বুকের ভিতর জ্বলছে ভাটা/হা- ভাতে তোর সুয়াংখাটা।”[১৭]

সত্যিই তো তারা যদি শরীর না খাটায় তবে খালি পেটে থাকা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। তারা অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে জীবন–জীবিকা অতিবাহিত করে।

লোকসংস্কৃতির একটি বৃহত্তর শক্তিশালী শাখা হল লোকসাহিত্য। আর লোকসঙ্গীত হল মাটির গান, লোকসমাজের গান। যা লোকায়ত সংস্কৃতি থেকে উদ্ভুত এবং অকথিত ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ। লোকসঙ্গীতের মূল কথা সহজ সরল ভাব ও অকপট আঞ্চলিক সহজ ভাষা। আমাদের আলোচ্য সৈকতের রক্ষিতের বিশ শতকের উপন্যাসগুলিতে লোকসাহিত্যের উপাদানগুলির বহুল ব্যবহার হয়েছে। লোকগানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল তাঁর স্বতঃস্ফূর্ততা ও অকৃত্রিম সুর। বিশেষ করে পুরুলিয়ার ঝুমুর গানের সুরের মূর্ছনা।

লোকজীবনের সাহিত্য, সমকালীন জীবনের সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপাদানের সম্বলিত প্রকাশ। সমকালীন কৃষ্টি-সংস্কৃতি, বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-নীতি, সামাজিক বিন্যাস উপন্যাসের পাতায় উদঘাটন হবে এটাই স্বাভাবিক। সৈকত রক্ষিতের বিশ শতকের উপন্যাসগুলিতে সেই বাস্তব চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে একথা সত্য। এখানেই সাহিত্যে লোকসংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। অন্যদিকে প্রান্তিক পুরুলিয়ার জীবনকে চেনা ও জানার প্রধান সম্বল এই উপন্যাসগুলি। ঔপন্যাসিক নিজে পুরুলিয়ার মানুষ তাই তিনি পুরুলিয়াকে হাতের তালুর মতো চেনেন। আর সেই চেনাকেই তাঁর উপন্যাসে তুলে রেখে চলেছেন আজও। সৈকত রক্ষিতে'র বিশ শতকের উপন্যাসগুলিতে

পুরুলিয়া তথা রাঢ় অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামী জীবনের সুখ-দুঃখ-বিরহ-বিষাদসঞ্জাত এক প্রবহমান ইতিহাস রয়েছে, যা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বর্তমান দ্রুত গতির জীবনপ্রবাহ থেকে বহু কিছু হারিয়ে যাচ্ছে, যাকে আশু সংরক্ষণ করা আমাদের প্রয়োজন। যার একটা পথ হতে পারে নিরন্তর গবেষণা। বর্তমান বিষয়টিও লোকসংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের গবেষণার প্রবেশমুখ হতে পারে আমাদের কাছে।

তথ্যসূত্র:

১. অরূপ পলমল (সম্পা.), *সৈকত রক্ষিত: অনুরাগে অনুভবে*, কোলকাতা: তপতী পাবলিকেশন, নভেম্বর ২০২২, পৃ. ৩০

২. সৈকত রক্ষিত, *তিনটি উপন্যাস*, কলকাতা: তবুও প্রয়াস, জানুয়ারি ২০২৪, পৃ. ২৩৯

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৯

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৯

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২২

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭

১১. অরূপ পলমল (সম্পা.), *সৈকত রক্ষিত: অনুরাগে অনুভবে*, কোলকাতা: তপতী পাবলিকেশন, নভেম্বর ২০২২, পৃ. ৭২

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

Atahpar... | ISSN: 2394-7098 | 11th Year 1st Issue | March 2025 | Rs. 675/-

সম্প্রতি প্রকাশিত সাইদুর রহমানের গ্রন্থ

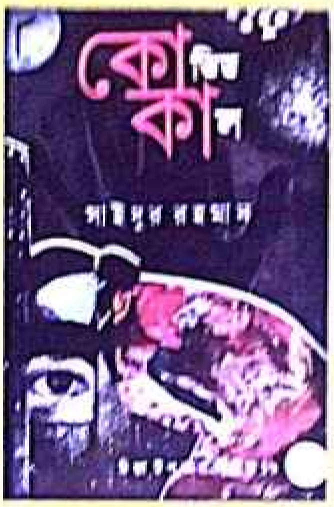

পাওয়া যাবে

কলেজস্ট্রিটে:অভিযান বুক ক্যাফে, দে বুক স্টোর (দীপু), প্ল্যাটফর্ম-এ।

বহরমপুরে:বিশ্বাস বুক স্টল, বহরমপুর রেলস্টেশন বুক স্টল

ঘরে বসে পেতে যোগাযোগ করুন- ৮৩৭১৮২৩৮১৩

জিনাতারা খাতুন কর্তৃক আড়াইমারী, কে.ডি পাড়া, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত